CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 September, 2019 ■ আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২৮ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

অসমে প্রকাশিত এনআরসি-র পূর্ণাঙ্গ তালিকা

বহাল ৩ কোটি, বাদ ১৯ লক্ষ

গুয়াহাটি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। আজ শনিবার প্রকাশ করা হয়েছে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-র চূড়ান্ত তালিকা। এদিন সকালেই এনআরসি কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ওয়েবসাইট খুলে দিয়েছে। এআরএন সার্চ করে অসমের নাগরিকরা তাঁদের নাম এনআরসি-র পূর্ণাঙ্গ তালিকায় রয়েছে কিনা তা দেখতে শুরু করেছেন।

সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণে তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এনআরসি নবায়ন প্রক্রিয়া শেষে ৩১ আগস্ট (২০১৯) প্রকাশিত পরিপূরক চূড়ান্ত তালিকায় যে ৩,১১,২১,০০৪ জনের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তাঁদেরই বহাল রাখা হয়েছে। এছাড়া বাদ পড়েছে ১৯,০৬,৬৫৭ জনের নাম। বলা হচ্ছে, তাঁদের অনেকে দাবি ও আপত্তি দাখিল করেননি। স্বাভাবিকভাবে তাঁদের নাম আজ প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ তালিকা থেকে বাতিল করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর প্রকাশিত এনআরসি-র প্রথম খসড়ায় ৩,২৯,৯১,৩৮৫ জন আবেদনকারীর মধ্যে বিস্তৃত পরীক্ষণের পর ২,৮৯,৮৩,৬৭৭ জনের নাম প্রকৃত ভারতীয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এ থেকে বাদ পড়েছিল ৪০,০৭,৭০৭ জনের নাম। পরবর্তীতে চূড়ান্ত তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে প্রামাণিক ওজর-আপত্তি ফর্মে তথ্য-সহ আবেদন জানিয়েছিলেন ৩৬,২৬,৬৩০ জন। এ-থেকে ১৯ লক্ষ ৬,৬৫৭ জনের নাম বাদ পড়েছে সংযোজিত চূড়ান্ত তালিকা থেকে। এনআরসি-র প্রথম খসড়া-ছুট ৪০,০৭,৭০৭ জনের মধ্য ৩৬,২৬,৬৩০ জন আবেদন জানালেও বাকি ৩,৮১,০০৭ জন কোথায় গেলেন? কেন এরা পুনরায় আবেদন জানাননি? উঠেছে সে প্রশ্ন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যে চলমান বহু প্রতীক্ষিত জাতীয় নাগরিক পঞ্জি নবায়ন প্রক্রিয়া শেষে এনআরসি থেকে বাদ পড়া এবং অন্তর্ভুক্তদের চূড়ান্ত তালিকা গত ৩১ আগস্ট প্রকাশ করা হলেও এতে সকলের নাম ছিল না। কেননা, ৩১ আগস্ট কেবল অতিরিক্ত পরিপূরক বা সংযোজিত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। এতে শুনানির জন্য আবেদনকারী এবং পূর্ববর্তী খসড়ায় বাদ পড়েছিলেন যাঁরা তাঁদের নামই কেবল পাওয়া গিয়েছিল। তাই আজ পূর্ণাঙ্গ তালিকার মাধ্যমে এনআরসি-ভুক্ত সবার নাম প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, অসমে এনআরসি নবায়নের ক্ষেত্রে রাজ্যে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের মধ্য রাতের পূর্ববর্তী বাসিন্দাদের প্রকৃত নাগরিক বলে গণ্য করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রকাশিত এনআরসি-র পূর্ণাঙ্গ তালিকা থেকে অসমের যে ১৯,০৬,৬৫৭ জনের নাম বাদ পড়েছে, পুনরাবেদনের জন্য তাঁদের ১২০ দিন অর্থাৎ চার মাস সময় দেওয়া হয়েছে। এই সময়কালে তাঁরা নিকটবর্তী ফরেনার্স ট্রাইবুনালে উপযুক্ত নথিপত্র সহকারে তাঁদের ভারতীয় বলে প্রমাণিত করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

এনআরসি-র পূর্ণাঙ্গ তালিকায় কারা, কীভাবে নাম দেখবেন?

প্রথমত, ২০১৭-এর ৩১ ডিসেম্বর বা ২০১৮ সালের ৩০ জুলাই প্রকাশিত এনআরসি-র সম্পূর্ণ খসড়ায় যাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি তাঁরা, নতুবা ২০১৯ সালের ২৬ জুনে প্রকাশিত অতিরিক্ত সম্পূর্ণ খসড়া-ছুট, অথবা সম্পূর্ণ এনআরসিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, যে-সব ব্যক্তি ওজর-আপত্তি দাখিল করেছিলেন, এছাড়া যাঁদের কোনও শুনানিতে ডাকা হয়নি তাঁরা তাঁদের নির্ধারিত এনএসকে / সার্কল অফিস / জেলাশাসকের কার্যালয়ে চূড়ান্ত সংযোজনী এনআরসি তালিকায় তাঁদের অবস্থিতি দেখতে পারবেন। তাছাড়া এনআরসি-র নিজস্ব ওয়েবসাইটে সার্চ করলেও নাম দেখা যাবে।

এদিকে, জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) বহির্ভূতদের খুব শীঘ্রই শুরু হবে বিচারপ্রক্রিয়া। ইতিমধ্যে অসমের ফরেনার্স ট্রাইবুনালে রাজ্য সরকার ২২১ জন সদস্য নিয়োগ করেছে। সম্ভবত আগামী মাস থেকে শুরু হয়ে যাবে এই প্রক্রিয়া। নাম প্রকাশ না করার শর্তে রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ জনৈক আধিকারিক এ তথ্য দিয়েছেন।

আধিকারিকটি জানান, বিচারপ্রক্রিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা এক বছরের জন্য নিয়োজিত হবেন। তাঁদের আগামী ১ অক্টোবর দায়িত্ব নেওয়ার কথা। তিনি জানান, আগামী ২৮ এবং ২৯ সেপ্টেম্বর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর ওইসব আধিকারিকদের এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। নতুন নিয়োগের ফলে অসমে প্রায় ২০০টি ফরেনার্স ট্রাইবুনাল কর্মক্ষম হবে। এক জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি জানান, ফরেনার্স ট্রাইবুনালের সদস্যপদের জন্য মোট ২০০০ জন আবেদন জানিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ২২১ জনকে বাছাই করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ রয়েছেন কর্মরত আইনজীবী, অবসরপ্রাপ্ত আমলা এবং বিচারবিভাগীয় উচ্চ ও পদস্থ আধিকারিক।

৩১ আগস্ট প্রকাশিত চূড়ান্ত এনআরসি থেকে বাদ পড়া মানুষজনকে 'নাগরিকত্ব' সংক্রান্ত দাবি নিষ্পত্তির জন্য ১২০ দিন অর্থাৎ চার মাসের মধ্যে ট্রাইবুনালে আবেদন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

NRC
NATIONAL REGISTER OF CITIZENS

বাঙালীদের বিদেশী বানানোই উদ্দেশ্য ছিল

নাগরিকপঞ্জী নিয়ে তোপ আমরা বাঙালীর

গুয়াহাটি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স)।। অসমে বাঙালীদের বিদেশীই বানানোই উদ্দেশ্য ছিল। নাগরিকপঞ্জীর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর এই ভাবেই তোপ দাগল আমরা বাঙালী। ক্ষোভ প্রকাশ করে আমরা বাঙালী অসম রাজ্য কমিটি বলেছে, ভুলে ভরা নাগরিকপঞ্জী সংশোধনের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে এই নাম বিভ্রাট নিয়ে নাগরিকপঞ্জী থেকে নাম বাদ যাওয়ায়ই স্বাভাবিক ছিল। সংগঠনের সচিব সাধন পুরকায়স্থের কথায়, এই ভাবে নাগরিকত্ব হুমকির মুখে পড়বে। কারণ, সামান্য নামের উচ্চারণের ভুলে ট্রাইব্যুনালে অনেকেই বিদেশি হয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, আজ অসমে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / কাঞ্চনপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর।। ফের ত্রিপুরায় একইদিনে পৃথকস্থানে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। শনিবার সাতসকালে দক্ষিণ জয়নগর এলাকায় কাঠের সেতু সংলগ্ন হাওড়া নদীর চরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এডিনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, কবিরাজটিলার বাসিন্দা গোপাল বণিকের মৃতদেহ আজ উদ্ধার হয়েছে। এদিকে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার নাইসিংপাড়া শরণার্থী শিবির সংলগ্ন খরমোলং এলাকায় বর্ণমালী রিয়াং (৪১)-এর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁর পরিবারের সদস্য জানিয়েছেন, গতকাল বর্ণমালী রিয়াং জঙ্গল থেকে সবজি আনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু, অনেক রাত হয়ে গেলেও তিনি বাড়ি ফিরে আসেননি। ওই সদস্যের বক্তব্য, রাতে অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করা হলেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। আজ সকালে স্থানীয় জনগণ জঙ্গলে তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, সকাল দশটা নাগাদ মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে, তাঁর মৃত্যুর কারণ ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁকে খুন করা হয়েছে নাকি তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, এ-বিষয়ে পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

গতকাল রাত থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। তবে তাঁর মৃত্যু কীভাবে হল তা ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসলেই নিশ্চিত হতে পারবে পুলিশ। এটি খুন, নাকি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা, তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

এদিকে, আজ সকাল দশটা নাগাদ উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার নাইসিংপাড়া শরণার্থী শিবির সংলগ্ন খরমোলং এলাকায় বর্ণমালী রিয়াং (৪১)-এর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁর পরিবারের সদস্য জানিয়েছেন, গতকাল বর্ণমালী রিয়াং জঙ্গল থেকে সবজি আনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু, অনেক রাত হয়ে গেলেও তিনি বাড়ি ফিরে আসেননি। ওই সদস্যের বক্তব্য, রাতে অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করা হলেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। আজ সকালে স্থানীয় জনগণ জঙ্গলে তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, সকাল দশটা নাগাদ মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে, তাঁর মৃত্যুর কারণ ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁকে খুন করা হয়েছে নাকি তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, এ-বিষয়ে পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত রাজ্যে প্রায় দিন মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা ঘটছে। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যবাসী উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে। এভাবে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও আঙুল উঠছে। বিশেষ করে, আরক্ষা প্রশাসনের ভূমিকায় জনমনে অসন্তোষ বাড়ছে। এদিন দক্ষিণ জয়নগরে মৃতদেহ নদী থেকে উদ্ধার নিয়ে স্থানীয় জনমনে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। দীর্ঘ সময় ওই মৃতদেহটি নদীর জলে পড়ে থাকলেও কাকে দিয়ে উদ্ধার করা হবে তা নিয়ে পুলিশ ভীষণ চিন্তায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইলেক্ট্রিসিটি ডিউটি বিল

রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ভোক্তাদের উপর বোঝা চাপানো উচিৎ হবে না ঃ মানিক দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। ইলেক্ট্রিসিটি ডিউটি বিল ত্রিপুরায় লাগু হলে ভোক্তাদের উপর প্রচন্ড চাপ পড়বে। কারণ, মাশুল বৃদ্ধি হবে, সাথে বিদ্যুৎ নিগমের রুগ্ন দশা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ-ভাবেই ওই বিলের বিরোধীতায় সরব হলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন বিদ্যুৎ মন্ত্রী মানিক দে। তাঁর মতে, ত্রিপুরার রাজস্ব আয় বাড়াতে গিয়ে রাজ্যবাসীর ঘাড়ে বোঝা চাপানো উচিৎ হবে না।

এদিন তিনি বলেন, বিধানসভায় ওই বিলের বিরোধীতা করেছিলেন বিরোধীরা। ওই বিলের ভয়ঙ্কর প্রভাব সম্পর্কেও বিরোধীরা সরব হয়েছিলেন। কিন্তু, সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে রাজ্য সরকার বিল পাশ করে নেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্য পরিষেবায় ফি বৃদ্ধি, সমালোচনায় মুখর সিপিএম পাল্টা তোপ বিজেপি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। স্বাস্থ্য পরিষেবায় ফি বৃদ্ধি নিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের বক্তব্যে বিরোধিতা করেছে সিপিএম। বাম জমানায় সরকারি হাসপাতালে কোনও কিছুই ফ্রি ছিল না, মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য মিথ্যা বলে দাবি করেছে সিপিএম। বরং বাম জমানায় চিকিৎসা পরিষেবায় উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে ত্রিপুরা নজির স্থাপন করেছে বলে বিরোধী দল দাবি করেছে।

সিপিএমের এই বক্তব্যকে খণ্ডন করে বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যের দাবি, ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ভগ্নদশায় পরিণত করে সিপিএম এখন ত্রিপুরাবাসীকে বিভ্রান্ত করছে। ২৫ বছরের টানা শাসনে ত্রিপুরাকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্বেশ্বরী সেবাশ্রমে দুঃসাহসিক চুরি, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর।। চুরাইবাড়িতে ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন শ্রীশ্রী বিশ্বেশ্বরী সেবাশ্রমে এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার উত্তেজিত জনতা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছেন। অবশ্য স্নিফার ডগ নিয়ে চোরদের বিরুদ্ধে তালাশি অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।

উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় গৃহস্থদের বাড়িঘরের পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত একের পর এক চুরির ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে ফের শুক্রবার রাতে এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। এবার চোরেরা টার্গেট করেছে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন বিশ্বেশ্বরী সেবাশ্রমকে। চোরের দল দা ও লোহার রড নিয়ে সেবাশ্রমের মূল গেটের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে মন্দিরের মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার, নগদ টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে।

ঘটনাটি শনিবার ভোরে ভক্তদের নজরে আসলে এলাকাজুড়ে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ক্ষুব্ধ স্থানীয় জনগণ শনিবার সকাল থেকে কদমতলা-চোরাইবাড়ির মূল সড়ক অবরোধ করে প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নামেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফ্রান্সিস ডার্লং। তাঁর নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে প্রচুর পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের ডগ স্কোয়াড নিয়ে চোর ধরতে শুরু হয় জোরদার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় লোক আদালতে নিষ্পত্তি

৩৭৮ মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে তৃতীয় জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার হাইকোর্ট-সহ রাজ্যের সবকটি জেলায় আদালত চত্বরে লোক আদালত বসে। মোট ৪৪টি কোর্ট-এ ২,৩২৪টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হয়েছিল। ৩৭৮টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচন ঃ প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর ।। বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলির ভোট প্রচার রীতিমতো তুঙ্গে উঠেছে। এই কেন্দ্রে ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে। সবকটি দলই প্রচারে শামিল হয়েছে। তবে, শাসকদল বিজেপি'র মনোনীত প্রার্থী মিমি মজুমদার প্রচারে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন। বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ভোট গ্রহণ আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর। ইতিমধ্যেই প্রচারে ঝড় তুলেছেন বিজেপি প্রার্থী মিমি মজুমদার।

তিনি প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রচার করছেন। ভোট প্রচারে গিয়ে তিনি গণদেবতাদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়াও পাচ্ছেন। স্বাভাবিক কারণেই জয় সম্পর্কে তিনি আত্মবিশ্বাসী।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়ার লক্ষণ : আত্মবিশ্বাসী অর্থমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। বৃদ্ধি বাড়াতে রফতানি ও আবাসন খাতে জোরদার তহবিল গঠন সহ ৭০,০০০ কোটি টাকারও বেশি প্যাকেজ ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে শনিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দাবি করেন, বিগত ছয় বছরে অর্থনীতির বৃদ্ধির নিম্ন হারকে চাঙ্গা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ৫ শতাংশ কমে যাওয়ার পর অর্থনীতিতে মন্দা ঘনানোর অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। এর মধ্যেই শেষ সাংবাদিক বৈঠকে দেশে গাড়ি বিক্রি কমে যাওয়ার দায় ওলা-উবেরের উপর চাপিয়ে বিতর্ক টেনেছিলেন

অর্থমন্ত্রী। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বলেন, 'অর্থনীতি ফের চাঙ্গা হওয়ার লক্ষণ দেখাচ্ছে। কারণ, ৪ শতাংশের নীচে মুদ্রাস্ফীতির হার।'

এদিনের বৈঠকে একাধিক খাতে আরও বিনিয়োগের ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ।

আবাসন শিল্পে জোর দিতে ১০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ করবে কেন্দ্রীয় সরকার, এমনটাই ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী। এনপিএ নয় এবং এনসিএলটি (জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইবুনাল)-এর অধীনস্থ নেই এমন বকেয়া আবাসন প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে আর্থিক সাহায্য করা হবে। মূলত মাঝারি আয় সম্পন্নদের জন্যই এই আবাসন প্রকল্প। ১০ হাজার কোটি টাকার এই ফান্ডে অধিকাংশ কেন্দ্রীয় সরকার এবং কিছুটা বহিরাগত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ৩৩৩ ◘ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ◘ ২৮ ভাদ্র ◘ রবিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ভারতের অর্থনীতি ভয়ঙ্কর পরিনতির দিকে

দেশ এক ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন। এই পরিস্থিতি হইতে উত্তোরণের সঠিক পথ খুঁজিবার দিশা না পাইয়া দেশের বর্তমান অর্থমন্ত্রী যে সব যুক্তি দেশবাসীর সামনে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা বালখিল্যপনার সামিল। ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ভারতবর্ষের অর্থনীতির দুরাবস্থার আসল কারণটি তাহার অর্থনীতির বুদ্ধি দিয়া আবিষ্কার করিলেন। অটো মোবাইল শিল্পে ভয়াবহ মন্দার কারণ হিসেবে তিনি বলিয়াছেন যে, আজকের প্রজন্ম গাড়ি না কিনে ওলা উবেরে যাতায়াত করিতে বেশি ভালোবাসে, তাই গাড়ি বিক্রির হার কমিয়া গেছে। যখন এই রকম একটা ভয়াবহ ব্যাখ্যা তিনি দেশের মানুষের সামনে রাখেন তখন বুঝিতে হইবে কাহার হাতে দেশের অর্থনীতির ভার দেওয়া হইয়াছে। নির্মলা সীতারমনের হাতে দেশের অর্থনীতি যে নিরাপদ নয়, সেটা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দেশের অর্থনীতির ভয়াবহ অবস্থাকে গোপন করিবার যে চেষ্টা সীতারমনের ব্যাখ্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে নতুন করে দেশপ্রেমিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা উচিত। লক্ষ লরক্ষ শিক্ষিত ছেলে মেয়ে যেখানে বেকার , চাকরি নাই, সেখানে গাড়ি বিক্রি হইবে কি করে। এই প্রশ্ন করিলে ভারত বিরোধী হইয়া যাইবার একটা সম্ভাবনা রহিয়াছে। সহজ ভাবে বলা যাইতে পারে একজন অযোগ্যকে ভারতের অর্থমন্ত্রী করা হইয়াছে, যিনি এর আগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবেও ব্যর্থ হইয়াছেন। এই রকম একজন মহিলাকে অর্থমন্ত্রী করিয়া ভারতবর্ষের মানুষের ঘাড়ে একটি বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ২০১৬'র নোট বন্দির ফলে ভারতের অর্থনীতিতে যে ধ্বস নামা শুরু হইয়াছে, তাহার থেকে ভারত আজও মুক্ত হইতে পারেনি। এই নোট বন্দির ফলে কোটি কোটি মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ হারাইয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ চাকরী হারাইয়াছে, মোদির পাহাড়াদারিত্বে ভারতের সাধারণ মানুষের হাজার হাজার কোটি টাকা মারিয়া নীরব মোদিরা পালাইয়া গেছে। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসের মাসিক রোজগার যোজনায় সুদের হার চূড়ান্ত ভাবে কমাইয়া দিয়া সাধারণ নিম্ন বিত্ত মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারকে খাদের কিনারায় আনিয়া দাঁড় করানো হইয়াছে, ঠিক এইরকম সময় নির্মলা সীতারমনের নির্লজ্জ ব্যাখ্যা কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের জনগণের আর্থিক অবস্থাকে কোন বিপজ্জনক অবস্থায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে, তাহা আর নতুন করিয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দেশের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য প্রয়োজন অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করা। অন্যথায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেশকে ভয়ঙ্কর পরিনতির দিকে ধাবিত করিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

রাজীব কুমারকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তথাগত রায়, সমর্থনের ঝড়

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কলকাতার 'ফেরারি' প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথা বিজেপি নেতা তথাগত রায়ের মন্তব্য আলোন ফেলেছে। তাঁর ফেসবুক পোস্টের চার ঘন্টা বাদে লাইক করেছেন অন্তত ১৭০ জন। মন্তব্য করেছেন প্রায় ৪০ জন। শেয়ার করেছেন ১৬ জন।

তথাগতবাবু ইংরেজিতে লিখেছেন, "আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন? রাজীব কুমারের মত বরিষ্ঠ আইপিএস অফিসার, যিনি কলকাতা পুলিশের কমিশনার ছিলেন, তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সিবিআই তাঁর নামে বিমানবন্দরগুলিতে লুক আউট নোটিশ জারি করেছে।"

মতামতগুলোর প্রায় সবই ইংরেজি ভাষায়। বাংলা মন্তব্যগুলোর মধ্যে সুবীর সাহা লিখেছেন, "রক্ষক ভক্ষক হলে, এবং ধরা পড়লে সে সবার আগে বিচারব্যবস্থা কে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে।" প্লাবনজিৎ ঘটক লিখেছেন, "হ্যাঁ তথাগত রায় স্যার, ভাবতে পারছি। এ তো হবারই ছিলো, দু'দিন আগে আর পরে।" সৈকত (পদবী নেই) লিখেছেন, "মহাশয়, সবই চপশিল্পের শিল্পপতির দয়া।" পার্থ চক্রবর্তী লিখেছেন, "তাহলে আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে আর কি দোষ করি ? কলকাতা পুলিশ?" সুতপা গুপ্ত লিখেছেন, "চোর দের থেকে ও অধম।" বিদ্যুৎ হাঁসদা লিখেছেন, "পালাবি কোথায়? সময়ে ঠিক ধরা পড়বি।" পার্থপ্রতীম রায়চৌধুরী লিখেছেন, "শিকারী অব শিকার বন গয়া!" মেহবুব জাহেদি লিখেছেন, "বাঁচার একটাই রাস্তা বিজেপি যোগ দিলে।"

এবার মারাঠি ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা অনুপম রায়ের

মুম্বই, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): এবার মারাঠি ছবির গান বাঁধলেন সঙ্গীত পরিচালক অনুপম রায়। মারাঠি ছবি 'অবাঞ্ছিত'-র গান তৈরি করছেন অনুপম। 'পিঙ্ক', 'পিকু', 'পরি'. 'বদলা', 'ডিয়ার মায়া' এবং 'রানিং শাদি'র মত বলিউড ছবিতে শোনা গিয়েছে অনুপমের সুর। এবার সোজা পাড়ি মারাঠি ইন্ডাস্ট্রিতে।

তবে কেবলমাত্র সঙ্গীতপরিচালক নয় এই ছবির পরিচালকও বাঙালি। শুভ বসু নাগের পরিচালনায় তৈরি হচ্ছে এই ছবি। 'অবাঞ্ছিত'-র নিবেদনও করছেন এক বাঙালি। বাঙালি যোগের এখানেই শেষ নয়, প্রথমবার কলকাতাকে নিয়ে পুরোদস্তুর মারাঠি ছবি তৈরি হচ্ছে। শুটিংও শুরু হয়েছে তিলোত্তমায়। মোহন আগাসের মতো মারাঠি অভিনেতা ছাড়াও ছবিতে রয়েছেন বরুণ চন্দ।

বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিই উঠে আসবে চিত্রনাট্যে। ১০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে ছবির শুটিং। স্বানন্দ কারকারের সঙ্গে ছবির গান রেকর্ড করেছেন অনুপম। রোমান্টিক গান ছাড়াও রয়েছে একটি আইটেম নম্বরও।

সামান্য কর ফাঁকিতে ফৌজদারি মামলা নয় : নির্মলা সীতারমণ

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করদাতাদের জন্য সুখবর! কম কর ফাঁকিতে কোনও ফৌজদারি মামলা নয়, ঘোষণা নির্মলার। দেশের আর্থিক মন্দার পরিস্থিতি বদলাতে শনিবার নয়া দিল্লিতে একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করে কেন্দ্রের তরফে একাধিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। অর্থমন্ত্রীর কথায়, একমাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি উপযুক্ত ক্ষেত্রেই কর ফাঁকি দেওয়া হলে তার বিরুদ্ধেই ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে আয়কর দফতর। তিনি আরও জানান যে, ২৫ লক্ষ টাকার নীচে কর ফাঁকি দেওয়া হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আগে দুজন উচ্চপদস্থ অফিসারের কলেজিয়ামে অনুমোদন পেলে তবেই কার্যকরী ভূমিকা পালন করা হবে।

করদাতাদের যাতে অযথা হয়রানি না করা হয়, তা নিশ্চিত করার কথা আগেই বলেছিলেন অর্থমন্ত্রী। এমনকী আয়কর নোটিশের ভাষাতেও নজর দিতে বলেছিলেন তিনি। ফের একবার ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করলেন নির্মলা সীতারমণ। তিনি জানান, শুক্রবার থেকেই আয়কর রিটার্নের জন্য নয়া এবং সম্পূর্ণ প্রযুক্তি নির্ভর অ্যাসেসমেন্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'এরপর করদাতাদের কোনও হেনস্থার শিকার হতে হবে না। কর ব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ মানুষের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কারণ অল্পবিস্তর কর ফাঁকি দিলে তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবে না আয়কর দফতর।'

পূণ্যভূমি বৈষ্ণো দেবী ইচ্ছাপূরক ভূমিকাতেই বরণীয়া

পবিত্র সরকার

নিজস্ব নাস্তিক হয়েও আমি অনেক তীর্থদর্শন করেছি, দেশে বা বিদেশে। জাপানের নারার বিশাল শায়িত বুদ্ধকে দেখেছি, দেখেছি মায়ানমারের সোয়েডান প্যাগোডার মহিমময় বুদ্ধকে, বা পাগানের অসংখ্য প্যাগোডা, দেখেছি রোমের ভ্যাটিকান বা গ্রিসের সমুদ্রে হেফায়েস্তস বা বিশ্বকর্মার মন্দির, মিশনের প্রাচীন মসজিদ বা ইসলামাবাদের আধুনিক মসজিদ, ঢাকার কালীবাড়ি। ভারতে নানা মন্দিরের গর্ভগৃহে গিয়েছি, এমনকী, শরীরের উর্ধ্বঙ্গ অনাবৃত করে ধুতি পরে কন্যাকুমারীর দর্শন করেছি। দাক্ষিণ্যাত্যের অজস্র মন্দির যেমন দেখেছি, তেমনই দেখেছি উত্তরাংশের কাশীর শিবমন্দির, নীলাচলে জগন্নাথদেবকে তাঁর ভ্রাতাভগিনী সহ মাউন্ট আবুর জৈন তীর্থ অসমের কামাখ্যা। কোথাও নিজে পুজো দিইনি, কিন্তু পরিবারের তোঁয়ার সঙ্গে থাকলে পারিবারিক পুজোতে বাগড়া দিইনি। কিন্তু একটিমাত্র তীর্থস্থানে গিয়ে কেন যে আমার নাস্তিকতা বেশি চাগিয়ে উঠেছিল, তা আমি এখনও বুঝতে পারি না। বোধহয় সেবার নিষ্পরিবার ছিলাম বলেই। সেই মন্দিরের দোরগোড়া অবধি গিয়ে আমি আর তার দেবর্তাদর্শন করতে যাইনি, অতিথিশালায় প্রবল শীতে রুম হিটারের উষ্ণতা মুড়ি দিয়ে ঘুমের (বৃথা) চেষ্টা করেছিলাম। এবং শেষারাতেই আবার বেরিয়ে পড়ি ফেরার পথে।

সেটি জম্মু-কাশ্মীরের বৈষ্ণো দেবী। এ ঘটনাটা অনেক দিনের সেই ১৯৯৬ সালের। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যদের সম্মেলন হবে জম্মুতে, জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে। তো সম্মেলন করা তো বেশ ফুর্তিরই কাজ, তাতে কে না যোগ দেয়? আমরা দিল্লি থেকে জম্মুর ফ্লাইট ধরে জম্মু পৌঁছে গেলাম, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আতিথ্যে বেশ জমিয়ে বসলাম। দিনের বেলায় সভায় শিক্ষার রাষ্ট্রের ভূমিকা আর হস্তক্ষেপ (কখন কোনটা শেষ হয়, আর কোনটা শুরু হয়---সে এক জটিল প্রশ্ন), ইউজিসি-র নানা বায়নাকা, বেসরকারিকরণ---এসব নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা তো হলই, সেখানকার রাজভবনে ভোজ খাওয়াও হল একরাত্রে। তারপর রথ দেখার সঙ্গে কলাবেচার ব্যবস্থা হল। উদ্যোক্তরা একদিন রেখেছিলেন বৈষ্ণো দেবী দর্শনের জন্যে, তাতে আমিও ভিড়ে গেলাম। বৈষ্ণো দেবীর মাহাত্মার কথা বন্ধু এবং ভক্ত উপাচার্যদের কাছে সবিস্তার শুনলাম কথা বন্ধু এবং ভক্ত উপাচার্যদের কাছে সবিস্তার শুনলাম। তিনি নাকি মুঁহ্ মাঙ্গি মুরাদেঁ পুরি করনেওয়ালি মাতা অর্থাৎ মুখ থেকে যে বাসানাই উচ্চারিত হোক না, তা পূরণ করে দেন। ওই বয়সেই কয়েক বছর উত্থান-পতন সংকুল উপাচার্যগিরি করে আমার বাসনা-কামনা প্রায় উবে যেতে বসেছে, কাজেই মানত নিয়ে না, নিছকই দেখার জন্যে যাত্রা।

একটা পুরানো স্মৃতি অবশ্য ছিল। পাঠের স্মৃতি। তারও বহু আগে ইংরিজি 'দ্য স্টেটসম্যান'-এর পরিবারের পাতায় এক সময়কার পুলিশ কমিশনার নিরুপম সোমের একটা লেখা পড়েছিলাম তাঁর বৈষ্ণো দেবী মন্দির দর্শন সম্বন্ধে। তাতে আর কিছুই মনে ছিল না, কিন্তু মন্দিরের গেটের বাইরে এক মুসলমান কাশ্মীরি উনুনের ওপর কলসি বসিয়ে যাত্রীদেরজন্য গরম দুধ বিক্রি করত, সেই খবরটা তিনি বিশেষ যত্ন করে লিখেছিলেন,তা পড়ে বেশ ভাল লেগেছিল।

তিরটি প্রবল বিদ্যুৎঝলকের মতো এক জায়গায় মিলে গেল, সেখানে নির্মিত হল এক পরমাসুন্দরী কন্যা। কন্যাটি বললেন, আমাকে কেন তোমার সৃষ্টি করলে? তখন দেবীর বললেন, যাও পৃথিবীতে গিয়ে মানুষের ধরে জন্ম নাও, তারপর জগতের যত পাপা, তার প্রতিবিধান করো।

এইখানে আমার মতো অবিশ্বাসীর দুটো অ্যাকাডেমিক প্রশ্ন জাগে। এক এই মেয়েটিকে 'মানবজন্ম' নিতে হল কেন? ত্রিশক্তির সমাহার সে, দেবীরূপেই কি তার দানবসংহারে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিতত ছিল না? করলে কী ক্ষতি ছিল? আর দ্বিতীয় কথা মর্তে জন্ম নেওয়ার পর তার কাজে আর দানবের নামগন্ধই নেই, আর এক নাছোড়বান্দা প্রেমিককে শায়েস্তা করা ছাড়া তার বড় কোনও কীর্তিও নেই। সে শুধু লোকের মনোবাসনা পূরণ করবে, কোনও কীর্তিও নেই। সে শুধু লোকের মনোবাসনা পূরণ করবে কোনও কীর্তিও নেই। সে শুধু লোকের মনোবাসনা পূরণ করবে এই ইচ্ছাপূরক ভূমিকাতেই বরণীয়া হয়ে গেল। দুনিয়ার পাপ-তাপ-নারীধর্ষণ-লক্ষ কোটি ঋণখেলাপি-দলিতলাঞ্ছন ইত্যাদি ব্যাপারে তো তার খুব একটা সাফল্য দেখতে পাচ্ছি না।

যাই হোক সে দক্ষিণ ভারতের জনৈতিক রত্নাকরের ঘরে তার সন্তান হয় জন্মাল, তার নাম হল 'বৈষ্ণবী' বৈষ্ণবী যখন বড় হল, সে দারুণ তপস্যায় বসল, তপস্যায় সার্থকও হল, কিন্তু দেবীদের অংশ হিসেবে বিষ্ণু বা তার অবতার রামের সঙ্গে তার মিলনের চেষ্টা কোনও অজ্ঞাত কারণে পূর্বোক্তদের দ্বারা খুব একটা উৎসাহিত হল না। রাম বৃদ্ধর বেশ ধরে এসেছিলেন, বৈষ্ণো থাঁকে চিনতে পারেনি। যাই হোক, রাম তাকে বললেন, সেসব হবে এখন, এ জন্মে তুমি ত্রিকুট পর্বতের পাদদেশে আশ্রম তৈরির করে তপস্যা করো।

এর মধ্যে এক বিপদ হল। তপস্বিনী হোক, সে তো একা এবং পরমাসুন্দরীও বেটে এমন মেয়েদের ক্ষেত্রে যে বিপদ অভাবনীয় নায়। মহাযোগী গোরক্ষনাথ তাঁর এক প্রধান শিষ্য ভৈরোঁনাথকে পাঠালেন তার সাহায্যের জন্যে, কিন্তু সে বেচারা এসে বৈষ্ণোদেবীর তুমুল প্রেমে পড়ে গেল। বৈষ্ণোর মোটেই তাকে পছন্দ নয়, সে তো বিষ্ণুর অবতারদের জন্য চিহ্নিত। প্রথমে তার হাত এড়ানোর জন্যে সে ত্রকুটের পাদদেশ থেকে উঠে গেল ওপরে ভাওয়ান বা 'ভবন'-এ অবস্থিত এক গুহায়, এখন যেকানে তার মন্দির। কিন্তু সেখানেও নাছোড়বান্দা ভৈরোঁ তাকে ধাওয়া করল। ফলে অনিবার্য অস্ত্রযুদ্ধ। অরা মহাশক্তির সঙ্গে পেরে ওঠা কি সাধারণ মানুষের কাজ? ভৈরোরা মাথা কাটা পড়ল বৈষ্ণো দেবীর খড়্গে। তবে যোগী বলেকথা মাথা কাটা যাওয়ার পরেও সেই ভেড়ে ভেড়ে করে কাঁদতে লাগল দেবীর দয়া প্রার্থনা করে।

তখন বৈষ্ণো আরর কী করেন (এবার আমরা তাঁকে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে লিখব)? বললেন, তাঁর মন্দিরের দু'কিলোমিটার ওপরে তার ঠাঁই হবে, তাঁর দর্শনের পর পুণ্যার্থীদের সেই থান দর্শন করতেই হবে, নইলে তাঁর মন্দির দর্শনের ফল দর্শাবে না। যাই হোক, আমি দেবীকেই দর্শন করিনি, ফলে ভৈরোঁর থান দর্শনের প্রশ্নই ছিল না।

যাই হোক, আমাদের জন্য বাস ঠিক করাই ছিল আমরা ৫০ কিলোমিটারের মতো বাসঠেঙিয়ে ত্রিকূটের পায়ের কাছে কাটরাতে গিয়ে পৌঁছলাম। আমরা তো গদিওয়ালা বাসের আরামে যাচ্ছি কিন্তু পথে যেতে যেতে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম, আমাদের মতো বিলাসীদের কাছে এক 'হাড় হিম করা' অভিজ্ঞতা। দেখি বেশ কিছু মানুষ দণ্ডি কাটতে কাটতে চলেছে কাটরার দিকে এখানকার ছট পরবে মেয়েরা যেমন করে। এক সঙ্গী-মানুষ-সমান রাস্তা মেপে একটা চকের দাগ দিয়ে দিচ্ছে আর সেই দণ্ডিত ব্যক্তি পুরো শরীর দিয়ে সটান পড়ে সেই মাপ কেটে শুয়ে শুয়ে এগিয়ে যাচ্ছে---জানি, না ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এমন মারাত্মক ভক্তির চিহ্নি দেখা যায় কি না। দেখে আমরা 'রোমাঞ্চিত' হলাম বলার চেয়ে 'শিউরে' উঠলাম বলাই ভাল। অনেকে বললেন, কেউ কেউ পাঞ্জাব বা হরিয়ানায় তাদের গ্রাম থেকেই হয়েতো দণ্ডি কাটতে কাটতে আসে, দেবীর এমনই মহিমা। আবার আমার মনে এই পাপ-প্রশ্নের উদর হল, কেন এই দেবী ভক্তদের এমন কষ্ট দেন, যে দেবী উচ্চারণমাত্র মনোবাসনা পূরণ করার ক্ষমতা ধরেন? তিনি তো 'বুলান্দী' দেবী, লোকে তাঁর আহ্বান শুনতে পায়। তা কি এই আমানুষিক কষ্টের ডাক?

জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদক্ষ রেজিস্ট্রাররা আমাদের জন্য আগে থেকেই মন্দিরের পাস বা স্লিপ সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, কাজেই তা হাতে নিয়ে সুসজ্জিত তোরণ দিয়ে সিকিউরিটি পুলিশের কাছ নিষ্কৃতি পেতে কোনও অসুবিধে হল না। ভিডিও ক্যামেরা, নারকেল ইত্যাদি নেওয়ার বাধা ছিল, তা আমাদের কাছে দুটোর কোনওটাই ছিল না।

এবার পাকদণ্ডি পথ বেয়ে ১২ কিলোমিটার পথ উঠতে হবে। প্রশ্ন হল, কীসে উঠব? পায়ে হেঁটে ওঠার কথা ভাবিনি, যদিও, দু'একজন তরুণ সেই দুষ্কর কর্তব্যই গ্রহণ করলেন। ডাঁটার বিকল্প ছিল পালকি আর টাট্টু ঘোড়া। আর শিশুদের জন্যে পিটঠু বা কুলির পিঠে বাঁধাছাঁদা অবস্থায় ওঠা। তৃতীয় বিকল্প আমাদের কারও কারও জন্য খুব লোভীনয় হলেও সুদৃশ্য হবে না বলে সেটার কথা কেউ কেউ ভাবেনি। ফলে বাকি রইল টাট্টুতে সওয়ার হওয়া , সেদিকেই আমরা এগিয়ে গেলাম। আমাদের মধ্যে প্রবীণতর কেউ কেউ টাট্টুদের স্বভাব এবং মতিগতি সম্বন্ধে নানারকম সংশয়বিদ্ধ প্রশ্ন করতে লাগলেন, কিন্তু রেজিস্ট্রার সাহেব বললেন--- না, এরা অতিশয় ভদ্র ও শান্ত, আপনাদের পিঠে বহন করতে পারলে জীবন ধন্য মনে করবে এবং কোনওরকম বেয়াদপি করবে না। প্রত্যেকের লাগাম ধরে থাকবে তার মালিক অথবা চালক, তারা এদের গতিবিধি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আবেগ উচ্ছ্বাস খুব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। এরা চোখ বুজে ঘাস চিবতে চিবতে আপনাকে পক্ষীরাজের মতো উড়িয়ে নিয়ে যাবে, বা উড়ন্ত কার্পেটের মতো, আপনি টেরই পাবেন না যে আপনি টাট্টুতে চড়ে যাচ্ছেন।

টাট্টুর মালিক -কাম-চালক যে জিনিসটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি দেখলাম তা হল টাট্টুদের যখন তখন যেখানে সেখানে বিনা নোটিস, মলত্যাগ। আমরা যখন টাট্টুদের স্টেশনে বা টার্মিনাসে গেলাম, তখন সেখানে এই গন্ধ ভুরভুর করছে, এবং সারা ১২ কিলোমিটার রাস্তা এই গন্ধ আমাদের সঙ্গী থাকবে। আমি এখন শুনছি যে, আধকুত্তিঁরি বা অর্ধকুমারী থেকে একটা নতুন রাস্তা হয়েছে এখন পাহাড়েণ গায়ে কাঠের সেতু বসিয়ে তাতে দু'কোলিমিটার পথ কমে গিয়েছে। কিন্তু সেখানে নাকি কী নিষ্ঠুর কথা বেচারা টাট্টুদের প্রবেশ নিষেধ। তাই সেখানে এই সুবাস প্রতিরুদ্ধ। আমাদের সময় সে রাস্তা হয়নি, তাই ওই গন্ধ আমাদের পথপ্রদর্শক বা পথনির্দেশক হয়ে চলল। আমরা বাণগঙ্গা, চরণপাদুকা, আধকুত্তঁরি, হিমকোটি, সন্ধিছট হয়ে ভাওয়ানে সেই মন্দিরে পৌঁছব। পথে অনেক বাঁক অনেক মোড়।

যেতে যেতে অন্ধকার নেমে এল, কাজেই চারপাশের নেচার ডেস্ক্রাইব করার কোনও সুযোগ ছিল না। এমনিতে ছবি থেকে যা বুঝেছি ওই মন্দিরটি আসলে একটি গুহা। কিন্তু তাকে আড়াল করে অনেক সাদা বহুতল প্রাসাদ পরস্পরের গায়ে গা ঠেকিয়ে একটা মন্দির নগরী তৈরি করেছে। অনেকটা তিববতের রাজধানী লাসার ধরনে। তাঁরা রাস্তায় পাহাড়ের শরীর আর তার গাছপালাল অন্ধকারে ঢাকা পড়ল, আর ও বেশি ঢাকা পড়ল দু'পাশের অত্যুজ্জ্বল বিপণি-সারিতে। নাকের জন্য ওই গন্ধের ব্যবস্থা তো ছিলই, আর কানের জন্যে ছিল অসম্ভব চিৎকৃত মাইক নিনাদিত ভজন গানের ব্যবস্থা। আমি জানি না, কেন সস্তা ক্যাসেট-বিপ্লব (টি-সিরিজ) ঘটানো গুলশান কুমারের স্নেহদৃষ্টি এই তীর্থপথের ওপর পড়ল হয়তো তিনি এই অঞ্চলেরই লোক। দু'পাশেই ক্যাসেটের তীব্র আলোকিত দোকান, প্রচুর ভজন গান বাজছে, তখন জনপ্রিয় 'ওঁ ভুর্ভুব স্বঃ' এই গায়ত্রী মন্ত্রটিও তালে তালে বেজে চলেছে, আমাদের টাট্টুগুলো বোধহয় তাতে তাল মিলিয়ে অনুপ্রেরণা নিয়ে চলছে। দু'পাশেই অজস্র দোকান সব দোকানেই প্রায় মাইখ, যদিও সব দোকান ক্যাসেটের নয়, তখন সিডি ক্যাসেটকে তাড়িয়ে দেয়নি। প্রসাদের দোকান, দেবীর ফোটা আর সুভ্যেনিরের দোকন, যেখানে দেবীর মূর্তি বসানো সোনা -রূপোর মুদ্রাও পাওয়া যায়, শিশুর খেলনার দোকান, খাবার আর চা-কফির দোকান। যখন ইচ্ছে থামো, থেমে চা খাবার খাও দরকার হলে চত্বরে কম্বল মুড়ে বিশ্রাম করো, কম্বল ভাড়া পাওয়া যায়।

আমাদের সময় ছিল না, কিন্তু এখন শুনি হয়েছে প্রতি ৫০০ মিটার অন্তর অন্তর ভাল টয়লেটের ব্যবস্থা।

যাই হোক, এক সময় শান্ত এবং নির্বিরোধী টাট্টুদের বিদায় দিতে হল। তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। তারপরে এখটি জলাশয়ের পাশ দিয়ে আমরা গেস্ট হাউসে গিয়ে উঠলাম।

ব্যস, আমার ভ্রমণকাহিনি এই পর্যন্ত আমার সহযাত্রীরা সকলেই মন্দিরে যাবেন, হয়তো সেই নিরাশ প্রেমিক ভৈরোঁনাথকেও দর্শন করে আসবেন। সকলেই প্রসাদ নিয়ে কপালে সিঁদুরতিলক বা ওইরকম কিছু নিয়ে তৃপ্ত মুখে ফিরবেন। আমাকে প্রসাদ দিলে, দিলেনও রেজিস্ট্রার সাহেব আমি প্রত্যাখ্যান করব না।

কিন্তু ভোররাত্রেই আবার সেই টাট্টুরা আমাদের জন্য, হৃষ্টচিত্তে কি না জানি না, প্রস্তুত থাকবে, আমরা তাদের পিঠে চড়ে ফিরে আসব।

আমরা হেঁটে উঠতে পারিনি কিন্তু আমাদের চেয়ে বেশি বয়সের অজস্র মানুষ হেঁটে উঠছে, নামছে, এমনকী আট-দশ বছরের বালকরাও—এই দেখে নিজেদের সম্বন্ধে একটু অভক্তি হয়। আর মুখোমুখি দেখা হলেই কপালে হাত তুলে 'জয় মাতা দি' সম্ভাষণ। সে সম্ভাষণ কলকাতায় ট্রাকের পিছনে লেখা দেখেছি, কিন্তু কোন 'মাতা' বুঝতে পারিনি, এখানে এসে বুঝলাম সেই মাতা কে? সে সম্ভাষণে ব্যতায় নেই, বাছবিচার নেই, ক্লান্তি নেই, বিরতি নেই। শিশু আর বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মুখেও অবসন্নতার চিহ্ন নেই, যেন এক অভাবিক আনন্দ আর প্রত্যাশার হাসি। ছোটদের মুখেও হাসি। আমি এই আনন্দ আর তৃপ্তি আর সৌজন্যের মানে বোঝার চেষ্টা করি, দেশের প্রাচীন আর এখনকার ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

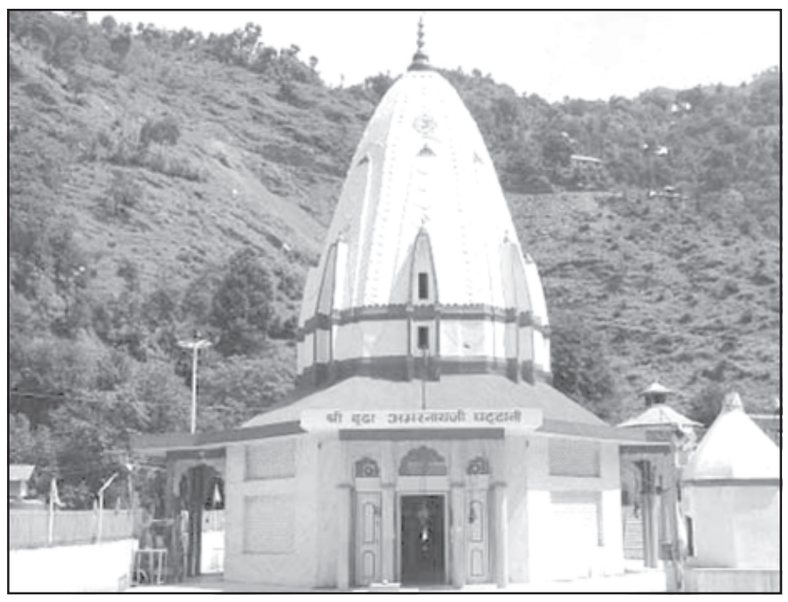

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বিএনপির নেতৃত্ব সংকটের কারণেই ছাত্রদলের সম্মেলন স্থগিত হয়েছে : সেতুমন্ত্রী

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৪।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির নেতৃত্ব সংকটের কারণেই ছাত্রদলের সম্মেলন স্থগিত হয়েছে।তিনি বলেন, বিএনপির যে সংকট সেটা তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংকট। বিএনপির আজকের সংকট তাদের নিজেদের ব্যর্থতার জন্য। তাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের বহিঃপ্রকাশ ছাত্রদলের সম্মেলন বন্ধ। এটা তাদের নেতিবাচক রাজনীতিরও বহিঃপ্রকাশ।

ওবায়দুল কাদের শনিবার রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যুবলীগ ঢাকা মহানগর দণি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন 'জনগণের মতায়ন দিবস' উপলে এই আলোচনা সভা, কোরআন তেলাওয়াত, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।সরকারের হস্তেপ ছাত্রদলের কাউন্সিলে স্থগিত করা হয়েছে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামের এমন অভিযোগের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, আওয়ামী লীগ কেন ছাত্র দলের সম্মেলন বন্ধ করতে যাবে। ছাত্রদলের এই সংকটের জন্য বিএনপির নেতৃত্ব দায়ী। বিএনপির আজকের সংকট তাদের নিজেদের ব্যর্থতার জন্য। তাদের বিদ্বেষ প্রসুত রাজনীতি, তাদের নেতিবাচক রাজনীতি বিএনপিতে সংকট তৈরি করেছে।

তিনি বলেন, ছাত্রদলের সম্মেলন বন্ধ হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে তারা মামলা করে সম্মেলন বন্ধ করেছে। এখানেও শেখ হাসিনার দোষ, আওয়ামী লীগের দোষ। যত দোষ নন্দ ঘোষ। এখানে আওয়ামী লীগের দোষ কি? বিএনপির যে সংকট সেটা তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংকট। এটা তাদের নেতিবাচক রাজনীতিরও বহিঃ প্রকাশ।ওবায়দুল কাদের বলেন, আমরা ইতিবাচক রাজনীতি করি। আমাদের ভুলত্রুটি থাকতে পারে। আমরা পারফেক্ট নই, তবে আমরা এটা স্বীকার করি। এই সাহস আওয়ামী লীগের আছে। আমাদের ভুলত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু এই দলে তার শাস্তি আছে। ওরাতো শাস্তি দেয় না, মতায় থেকেও দেয়নি। কারণ শেখ হাসিনার মত সাহস কারো নেই।

ঢাকা মহানগর দণি যুবলীগের সভাপতি ইসমাইল চৌধুরী সসাটের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক, অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল বারকাত, পররাষ্ট্রমন্ত্রী একেএম আব্দুল মোমেন, যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মির্জা আজম, যুবলীগ চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ইকবাল মাহমুদ বাবলু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র উন্নয়ন অর্জনই বিরোধী রাজনীতির জন্য সংকট তৈরি হয়েছে দাবি করে ওবায়দুল কাদের বলেন, শেখ হাসিনা'র উন্নয়ন অর্জন দেখলে এই দেশে অনেকের আঁতে ঘা লাগে, যন্ত্রণা শুরু হয়। শেখ হাসিনা'র উন্নয়ন অর্জন ও তার অপ্রতিরোদ্ধ অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের বিরোধী রাজনীতির জন্য সংকটের কালো ছায়া নেমে এসেছে।

সরকার দলীয় দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সরকারের অনেক মন্ত্রী দুদকে হাজিরা দিচ্ছে, আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মী জেলে আছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আছে বলেই এসব সম্ভব হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা'র জন্মদিন উপলে ঢাকা মহানগর দণি যুবলীগ আয়োজিত জনগণের মতায়ন দিবসে ৫শ' মাওলানা কোরআন খতম, মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

আদালতে ফয়সালা করেই ছাত্রদলের কাউন্সিল: দুদু

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৪।। আইনি লড়াই চালিয়ে স্থগিতাদেশ তোলার পরই ছাত্রদলের কাউন্সিল আয়োজন হবে বলে বিএনপি নেতারা জানিয়েছেন।আদালতের স্থগিতাদেশে কাউন্সিল আটকে যাওয়ায় ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের হতাশার মধ্যে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের শামসুজ্জামান দুদু একথা জানিয়েছেন।

ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি দুদু সংগঠনের এবারের কাউন্সিল পরিচালনায় গঠিত আপিল কমিটির প্রধানের দায়িত্বে রয়েছেন।

কমিটি বিলুপ্তির পর সব প্রক্রিয়া সেরে শনিবার ছাত্রদলের কাউন্সিল আয়োজনের দিন ঠিক ছিল। কিন্তু দুদিন আগে ছাত্রদলের এক নেতার আবেদনে আদালত কাউন্সিল স্থগিত করে।স্থগিতাদেশের পর করণীয় ঠিক করতে শুক্রবার সাবেক ছাত্রনেতারা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যসহ আইনজীবীদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে নিম্ন আদালতের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করতে উচ্চ আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।শামসুজ্জামান দুদু শনিবার বলেন,আমরা আদালত যাব, এটা সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্থগিতাদেশের বিষয়টি ফয়সালা হলে কাউন্সিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।আদালতের স্থগিতাদেশের পর নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের চতুর্থ তলায় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় শনিবার সকালে ছিল বন্ধ।তবে সামনের সড়কে কয়েকশ কর্মী-সমর্থক জড়ো হয়ে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে স্লোগান দিচ্ছিলেন।ঢাকা মহানগর দণি ছাত্রদলের কর্মী সোহরাব হোসেন বলেন,অনেক আশা নিয়ে আমরা ১৪ সেপ্টেম্বরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম- নির্বাচন হবে, আনন্দ করব। সব কিছুই ওলট-পালট হয়ে গেল।বিএনপি নেতাদের মতো তিনিও বলেন, সরকারের যোগসাজশেই আদালত এই স্থগিতাদেশ দিয়েছে। কিন্তু এতে ছাত্রদলের কোনো তি হয়নি, বরং সরকারের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।কবি নজরুল কলেজের ছাত্রদলকর্মী রিজভী নেওয়াজ বলেন,কাউন্সিল কবে হবে, তা নিয়ে আমরা অনিশ্চয়তায়। যে মামলা করা হয়েছে, তার ফয়সালা কী সহসা হবে?কাউন্সিল পরিচালনায় যুক্ত ছাত্রদলের সাবেক নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রোববারই আইনজীবীরা উচ্চ আদালতে যাবেন। স্থগিতাদেশ উঠে গেলেই খুব শিগগিরই কাউন্সিল হবে।তারা বলেন, কাউন্সিলে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে। শুধু ভোট গ্রহণই বাকি ছিল। স্থগিতাদেশ উঠে গেলে যে কোনো সময়েই কাউন্সিল আয়োজন করা যাবে।

ছাত্রদলের কাউন্সিলে সভাপতি পদে ৯ জন, সাধারণ সম্পাদক পদে ১৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই কাউন্সিলে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য ৫৩৩ জন কাউন্সিলর ভোট দেবেন।

আগামীদিনের রাজনীতিতে জাপা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৪।। জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান ও বিরোধী দলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের বলেছেন, জাপা একটি সম্ভাবনাময় দল। আগামীদিনের রাজনীতিতে জাপা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সব বিভেদ ভুলে দলকে আরও শক্তিশালী করতে সবার প্রতি আহ্বানও জানান তিনি।

শনিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জাপার চেয়ারম্যানের বনানী অফিসে ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক টিমের সভায় প্রধান অতিথি বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির আহ্বায়ক ও সংসদ সদস্য সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা।জাপার চেয়ারম্যান বলেন, দেশে ও মানুষের সব ইস্যুতে আমরা রাজনীতির মাঠে থাকবো। তাই দলের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে। সুসংহত করতে হবে পার্টিকে। সব বিভেদ ভুলে সামনে এগিয়ে চলার সময় এখন।সভায় জাপার মহাসচিব ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মসিউর রহমান রাঙ্গা বলেন, রংপুর-০৩ আসন জাতীয় পার্টির। ১৯৯৬ সালের পর থেকে এই আসনে জাপার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নির্বাচন করেছেন। এই আসনে জোটগতভাবে নির্বাচন করেছি আমরা। বিভিন্ন আসনে আওয়ামী লীগকে আমরা সমর্থন দিয়েছি, আশা করছি এই আসনে সরকারও আমাদের সমর্থন দেবে। রংপুর-০৩ আসনে সাধারণ ভোটাররা উৎসবমুখর পরিবেশে লাঙল প্রতীকে ভোট দেবেন।

ঢাকা সাংগঠনিক কমিটির সদস্য সচিব প্রেসিডিয়াম সদস্য আলমগীর সিকদার লোটনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, জাপার প্রেসিডিয়াম সদস্য মানিকগঞ্জ জেলা সভাপতি সৈয়দ আব্দুল মান্নান, প্রেসিডিয়াম সদস্য ও ঢাকা জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম, প্রেসিডিয়াম সদস্য হাজী সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন, অ্যাডভোকেট রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া, প্রেসিডিয়াম সদস্য ও গাজীপুর মহানগর সভাপতি আব্দুস সাত্তার, ঢাকা মহানগর দিণের সাধারণ সম্পাদক ও ভাইস চেয়ারম্যান জহিরুল আলম রুবেল ও যুগ্ম মহাসচিব গোলাম মোহাম্মদ রাজু প্রমুখ।এর আগে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী মাহাবুবুল আলম দুলাল জাপার চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের হাতে ফুল দিয়ে দলে যোগদান করেন।

মানবপাচার ঠেকাতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসছে কাঁটাতারের বেড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৪।। বাংলাদেশের প্রতিরা মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির এক বৈঠকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোর চারপাশে বেড়া নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ঐকমত্য হয়। কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের এই প্রস্তাবটি কক্সবাজার পুলিশের প থেকে তোলা হয়েছিলো।সাম্প্রতিক সময়ে মানবপাচারের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় তা রোধ করতে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দিতে যাচ্ছে সরকার।

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের ১১ নং ক্যাম্প ইনচার্জ (সিআইসি) এবং শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনের (আরআরআরসি) একজন কর্মকর্তা জাহিদ আখতার বলেন,ক্যাম্পগুলোতে রোহিঙ্গাদের চলাচল সীমিত না করা পর্যন্ত মানবপাচার রোধ করা সম্ভব হবে না। পাচাররোধে আমরা ক্যাম্পের ভেতরে কাজ করতে পারি। তবে, সেখানকার রোহিঙ্গাদের চলাচল সীমিতকরণও অত্যন্ত জরুরি। ক্যাম্পে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আনা না হলে তারা ২০১৭ সালের আগে এদেশে আসা রোহিঙ্গাদের সাথে মিশে যাওযার সুযোগ পাবে।এমনকী তারা স্থানীয় দুর্বৃত্তদের সাথেও মেশার সুযোগ পেয়ে যাবে। আমি মনে করি, স্থানীয় দুর্বৃত্তদের সাথে মেলামেশা নিয়ন্ত্রণ করা গেলে ক্যাম্পগুলোর ভেতরে মানবপাচারের ঘটনা অনেকখানি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।তিনি আরও বলেন,যদিও আইন-শৃঙ্খলা রাকারী বাহিনী তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তবু বর্তমান পরিস্থিতির প্রোপটে, সেখানে অবশ্যই একটি বেড়া থাকা উচিৎ।

ক্যাম্পগুলো কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আটকে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে আরআরআরসি'র অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান,সাধারণ মানের বেড়া দিলে, আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে তারা সেটি খুব সহজেই ভেঙে বেরিয়ে যাবে। তাই এই মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন রোহিঙ্গা ক্যাম্পেগুলোর চতুর্দিকে কার্যকর, শক্তিশালী কাঁটাতারের বেড়া যেগুলো অবশ্যই ওয়াচ টাওয়ারের আওতায় থাকতে হবে। এছাড়া, বেড়ার সাথেই টহলদানকারী যান চলাচলের জন্য একটি লাগোয়া সড়কও নির্মাণ করতে হবে।তিনি আরও বলেন,এর আগে বাংলাদেশের প থেকে ইউএনএইচসিআর'কে বেড়া নির্মাণব্যয় বহন করার প্রস্তাব দেওয়া হলে, তারা তা নাকচ করে দেয়। তাই এখন আমরা নিজেদের অর্থায়নেই কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করার উদ্যোগ নিয়েছি।

মন্ত্রিত্ব গেলে সাংবাদিকতায় ফিরবো : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৪।। রাজনীতির পাশাপাশি বন্ধ হয়ে যাওয়া ''দৈনিক বাংলার বানী'' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন ওবায়দুল কাদের।মন্ত্রীর দায়িত্ব ছাড়লে সাংবাদিকতা পেশায় প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

শনিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে '২৮ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার জন্মদিন' উপলে ঢাকা মহানগর দণি যুবলীগ আয়োজিত আলোচনা সভা শেষে তিনি এই মন্তব্য করেন।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন পালন নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলেও সাংবাদিকরা ছাত্রদলের সম্মেলন স্থগিতে সরকারের হাত রয়েছে বলে সম্প্রতি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের করা মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানতে চান। এতে কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। কিছুটা েভের সাথেই তিনি সাংবাদিকদের বলেন,আপনারা সাংবাদিকতা করেন, আমিও আপনাদের অগ্রজ। আপনারা আজকের এমন একটি সুন্দর অনুষ্ঠানকে পত্রিকার শিরোনাম রাজনৈতিক করার জন্য ভিন্ন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা প্রাসঙ্গিক না কেন? আজকের যেই অনুষ্ঠানে এসেছি তাকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। মন্ত্রিত্ব গেলে আমি আবার সাংবাদিকতায় আসবো।

পরে ছাত্রদলের সম্মেলন পণ্ড হওয়ায় পেছনে বিএনপি''র নেতৃত্বের সংকটের কথা উল্লেখ করেন সেতুমন্ত্রী। তিনি বলেন,তারাই তাদের বিরুদ্ধে মামলা করলো, মামলা করে সম্মেলন বন্ধ করে দেওয়া হলো। এখানেও নন্দঘোষ-শেখ হাসিনার যত দোষ, এখানেও নন্দঘোষ আওয়ামী লীগের দোষ। নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে মামলা করে সম্মেলন পণ্ড করেছে। এখানে আওয়ামী লীগ বা সরকারের দোষ কী?'

উল্লেখ্য, ৮০''র দশকের জনপ্রিয় পত্রিকা শেখ ফজলুল হক মনি প্রতিষ্ঠিত দৈনিক বাংলার বানী পত্রিকায় রাজনীতির পাশাপাশি কাজ করতেন ওবায়দুল কাদের। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন তিনি পত্রিকাটির সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৯ সালে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের আগেও তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখতেন।

জাপায় সমঝোতা: চেয়ারম্যান জিএম কাদের, বিরোধী দলীয় নেতা রওশন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৪।দুই শীর্ষ নেতার বিরোধে বিভক্ত জাতীয় পার্টির নেতৃত্ব নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছে দুই পক্ষ।ঠিক হয়েছে, প্রয়াত নেতা হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের 'নির্দেশনা' অনুযায়ী তার ভাই জিএম কাদেরই দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। আর সংসদে বিরোধী দলীয় নেতার দায়িত্বে থাকবেন এরশাদের স্ত্রী রওশন এরশাদ।এরশাদের মৃত্যুতে শূন্য হওয়া রংপুর-৩ আসনে কে প্রার্থী হবেন, সে বিষয়ে পার্টির চেয়ারম্যান ও মহাসচিব বসে সিদ্ধান্ত নেবেন। শনিবার রাতে বারিধারার কসমোপলিটন ক্লাবে রওশন ও জিএম কাদেরপন্থি নেতাদের বৈঠকে এই সমঝোতা হয়। রোববার দলের বনানীর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ সেই সিদ্ধান্ত জানান।তিনি বলেন, "প্রথমে আমাদের যে বিষয়টি ছিল, সেটি হল চেয়ারম্যানের দায়িত্ব কে পালন করবেন। এটা নিয়ে একটি বিতর্ক ছিল। সেটি কাল সমাধান হয়ে গেছে।"চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন জাতীয় পার্টির বর্তমান চেয়ারম্যন এবং হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নির্দেশিত যিনি ভারপ্রাপ্ত চেয়ানম্যানৃ জিএম কাদের সাহেব দলের দায়িত্ব পালন করবেন চেয়ারম্যান হিসেবে।"এবং বেগম রওশন এরশাদ, যিনি আমাদের চেয়ারম্যানের পতী, তিনি সংসদে বিরোধী দলীয় নেতার দায়িত্ব পালন করবেন।"রাঙ্গাঁ বলেন, "আরেকটি বিষয় এসেছিল, রংপুরের উপ নির্বাচন নিয়ে। সেখানে সাদ এরশাদের (এরশাদের ছেলে) পক্ষে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল, বিপক্ষেও কথা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, মহাসচিব ও চেয়ারম্যান বসে রংপুরের বিষয়টি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন- প্রার্থী কে হবে। আজ বা কালকের মধ্যে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব। তখন জানতে পারবেন।"

রোববার দুপুরে সংসদ ভবনে জাতীয় পার্টির পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠক বসবে। ওই বৈঠকের পর বিরোধী দলীয় নেতা নির্ধারণের বিষয়ে স্পিকারকে নতুন করে চিঠি দেওয়া হবে পার্টির পক্ষ থেকে।পরে বিরোধী দলীয় নেতাই সংসদে বিরোধী দলীয় উপ নেতা ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ নির্ধারণ করবেন।এরশাদের স্ত্রী রওশন বিরোধীদলীয় উপনেতার পাশাপাশি জাতীয় পার্টির জ্যেষ্ঠ কো-চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন। এরশাদের ভাই জি এম কাদের ছিলেন কো-চেয়ারম্যানের দায়িত্বে।পার্টি চেয়ারম্যান এরশাদই সংসদীয় দলের নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতার দায়িত্বে ছিলেন।এরশাদের মৃত্যুর পর কাদের দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন, যদিও তাতে রওশনের আপত্তি ছিল।রংপুর-০৩ আসনে উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে তাদের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে।রওশনের ছেলে সাদ এরশাদ বাবার আসনে প্রার্থী হতে চাইলেও রংপুরের নেতারা তার বিরোধিতায় নামেন।এর মধ্যে কাদের তাকে বিরোধীদলীয় নেতা ঘোষণা করতে গত সপ্তাহে স্পিকারকে চিঠি দিলে পাল্টা চিঠিতে তার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রওশন।জি এম কাদের আবার নির্বাচন কমিশনে চিঠি পাঠিয়ে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে দলের প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষমতা তার বলে দাবি করেন। প্রার্থী মনোনয়নে রওশন আবার পাল্টা সংসদীয় বোর্ড গঠন করেন।এরপর রওশনের উপস্থিতিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তার সমর্থকরা তাকে দলের চেয়ারম্যান ঘোষণা দেন।

দেবর-ভাবির পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপে দলের শীর্ষনেতারা দুই ভাগ হয়ে যান, কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে বিভ্রান্তি। এ অবস্থায় শনিবার রাতে বারিধারার ক্লাবে সমঝোতা বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হয়।এদিকে রংপুর-৩ আসনে উপনির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী কে হবেন, সেই সিদ্ধান্ত শনিবার হওয়ার কথা ছিল। শনিবার বিকালে মনোনয়ন প্রত্যাশী পাঁচ প্রার্থীর সাক্ষাৎকারও নেন জি এম কাদের।কিন্তু সমঝোতার বৈঠকের আগে তা ঘোষণা না করে জি এম কাদের বললেন, তারা আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রার্থী দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন কাকে করবেন দলের প্রার্থী।রওশনও ছেলে সাদ এরশাদকে দলের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা না দিয়ে 'অনিবার্য কারণ' দেখিয়ে তা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেন।রওশন এরশাদ সমর্থকদের মধ্যে দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, ফখরুল ইমাম, মুজিবুল হক চুন্নু, সেলিম ওসমান ও এস এম ফয়সাল চিশতী রাতে বারিধারার কসমোপলিটন ক্লাবের ওই বৈঠকে অংশ নেন।জি এম কাদেরের পক্ষের নেতাদের মধ্যে ছিলেন কাজী ফিরোজ রশীদ, জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু, মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা।বৈঠকে শুরুতে 'অনানুষ্ঠানিক' বলে এড়িয়ে যেতে চাইলেও পরে কাজী ফিরোজ রশীদ দুই পক্ষের সমঝোতার ইংগিত দেন। তিনি জানান, রওশন বিরোধীদলের নেতা হচ্ছেন, দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন জিএম কাদের।তবে মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গাঁই রোববার সংবাদ সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবেন বলে জাতীয় পার্টির প্রেস বিভাগ থেকে রাতে জানানো হয়।শনিবার এক সংবাদ সম্মেলন করে জি এম কাদের বলেছিলেন, আগামী ৩০ নভেম্বর ঢাকায় জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল হবে। কাউন্সিলে দলের নেতা-কর্মীরাই জাতীয় পার্টির আগামী দিনের নেতৃত্ব নির্বাচন করবেন। নেতা-কর্মীদের সিদ্ধান্ত তিনি মেনে নেবেন।

পদ-পদবি নিয়ে দুই শীর্ষ নেতার বিরোধে গত কয়েক দিন ধরে জ্যেষ্ঠ নেতারা যখন পাল্টাপাল্টি বৈঠক আর সংবাদ সম্মেলন করে আসছিলেন, দলের মহাসচিব রাঙ্গাঁ ছিলেন দৃশ্যের বাইরে। কয়েক দিন আগেও জি এম কাদেরের পাশে থেকে রাঙ্গাঁ বলেছিলেন, রংপুর-৩ আসনে উপনির্বাচন নিয়ে দ্বন্দ্বে তিনি তৃতীয় পক্ষের চক্রান্তের আভাস পাচ্ছেন।কিন্তু রওশন সমর্থকরা দাবি করেন, মহাসচিব রাঙ্গাঁ তাদের সঙ্গেই আছেন। রওশনের সঙ্গে তার ফোনে কথাও হয়েছে।বৃহস্পতিবার রওশনকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করে এক সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আনিসুল ইসলাম মাহমুদও বলেন, রাঙ্গাঁই তাদের থাকছেন মহাসচিব।

কিন্তু রাঙ্গাঁর ওই পক্ষে শুনে জি এম কাদেরও অবাক হয়ে সাংবাদিকদের বলেন, "আমি তো জানি তিনি বিআরটিএ'র মিটিংয়ে। তিনি কী বলেছেন, আমি শুনিনি। আগে জানতে হবে।"অস্পষ্ট এই অবস্থান নিয়ে রাঙ্গাঁর বক্তব্য জানতে সাংবদিকরা নানাভাবে চেষ্টা করেও তার নাগাল পাচ্ছিলেন না। শনিবার পর্যন্ত তিনি গণমাধ্যমের সামনে আসেননি, ফোনও ধরেননি।এই পরিস্থিতিতে রাঙ্গাঁর ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমেও অনেকে রসিকতা করে বিভিন্ন টিপন্নি কাটেন।জাতীয় পার্টির মহাসচিব রাঙ্গাঁ রোববারের সংবাদ সম্মেলনে রসিকতার সুরেই সে প্রসঙ্গ তোলেন।তিনি বলেন, "এমনও বলা হয়েছে যে মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ হারিয়ে গেছেন, উনার উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি না ৯ ইঞ্চি, উনার চুল খাড়া খাড়া, উনার শারীরিক গঠন এইরূপ এইরূপ, উনি এরকম কাপড় পরেন, উনাকে কেউ খুঁজে পেলে বনানীর অফিসে প্রেরণ করবেন।"আর নিজেকে আড়াল করে রাখার ব্যাখ্যায় রাঙ্গাঁ বলেন, "পরিবারের পিতামাতা যখন বিবাদে জড়ান, তখন সন্তানরা বিপদে পড়েন। দলে বড় ভাই হিসেবে আমি কিছুটা সরে পড়েছিলাম। তবে গত তিন দিনে আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করে গতকালের বৈঠক আয়োজন করেছি। একটা বড় ধরনের ভাঙন থেকে জাতীয় পার্টি রক্ষা পেয়েছে।"

মেয়ের বাল্যবিয়ে দিতে গিয়ে বাবা কারাগারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৪।। শেরপুরের নকলা উপজেলার বাড়ইকান্দি গ্রামের হাজী জমির উদ্দিন দাখিল মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণি পড়ুয়া কন্যার বিয়ে দিতে গিয়ে তার বাবাকে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।সাত দিনের বিনাশ্রম দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত রফিকুল পশ্চিম নকলার মৃত আবুল হোসেনের ছেলে।শনিবার নকলা থানার ওসি আলমগীর হোসেন শাহ জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালতে সাজাপ্রাপ্ত রফিকুল ইসলামকে জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।শুক্রবার রাতে নকলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাহিদুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে দেওয়ায় এই দণ্ডাদেশ প্রদান করেন।

আস্থা ধরে রাখতে নেতাকর্মীদের দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৪।। সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস ধরে রাখতে আওয়ামী লীগের প্রতিটি নেতাকর্মীকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন দলটির সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শনিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় গণভবনে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় সূচনা বক্তব্যে তিনি এ নির্দেশ দেন। সভায় দলের কার্যনির্বাহী সংসদের প্রায় সব সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগের ওপর মানুষের বিশ্বাস আস্থা ধরে রাখতে হবে। মানুষের আকাঙ পূরণে কাজ করতে হবে। আওয়ামী লীগের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত যেসব নেতাকর্মী আছে তাদের প্রত্যেককে আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। েেত্র সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার কথাও বলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি।

জাপায় কেন দুই নেতা, জিএম কাদেরের অফিসে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৪।।জাতীয় পার্টির জ্যেষ্ঠ নেতারা শীর্ষ দুই নেতার মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির রফায় এলেও তাতে আপত্তি তুলে বনানীর কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন চেয়ারম্যান জিএম কাদেরেরে সমর্থকরা।তাদের ভাষায়, বারিধারার কসমোপলিটন ক্লাবে শনিবার রাতের সমঝোতা বৈঠকে যা হয়েছে তা 'নাটক'। দলে আর সংসদে তারা আলাদা নেতা চান না।

এইচএম এরশাদের উত্তরসূরি হিসেবে জাতীয় পার্টির নেতৃত্ব কে দেবেন, কে হবেন সংসদে বিরাধী দলীয় নেতা- এই প্রশ্নে তার স্ত্রী রওশন এরশাদ ও ভাই জিএম কাদেরের দ্বন্দ্বে গত কয়েক দিনে জাতীয় পার্টি ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়।শেষ পর্যন্ত শনিবার রাতে দুই পক্ষের নেতারা বসে সমঝোতায় পৌঁছান। পার্টির মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ রোববার বনানীতে পার্টি অফিসে সংবাদ সম্মেলন করে সেই সিদ্ধান্ত জানান।তিনি বলেন, এরশাদের 'নির্দেশনা' অনুযায়ী জিএম কাদেরই দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। আর সংসদে বিরোধী দলীয় নেতার দায়িত্বে থাকবেন রওশন এরশাদ।এই সমঝোতায় স্বস্তি প্রকাশ করে রাঙ্গাঁ বলেন,পরিবারের পিতামাতা যখন বিবাদে জড়ান, তখন সন্তানরা বিপদে পড়েন। দলে বড় ভাই হিসেবে আমি কিছুটা সরে পড়েছিলাম। তবে গত তিন দিনে আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করে গতকালের বৈঠক আয়োজন করেছি। একটা বড় ধরনের ভাঙন থেকে জাতীয় পার্টি রক্ষা পেয়েছে।

রোববার সংসদ অধিবেশন শুরুর আগে বেলা ১টায় সংসদ ভবনে জাতীয় পার্টির পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেখানে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল বিরোধীদলীয় উপনেতা রওশনের।ওই বৈঠকের পর বিরোধী দলীয় নেতা নির্ধারণের বিষয়ে স্পিকারকে চিঠি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জিএম কাদেরের সমর্থক এমপিরা সংসদ ভবনে না যাওয়ায় সেই বৈঠক সময়মত শুরু করা যায়নি বলে রওশনপন্থি নেতা এস এম ফয়সাল চিশতী জানান।রওশনপন্থিরা যখন সংসদ ভবনে, জিএম কাদের তখন তার অনুসারী ১৪ জন এমপিকে নিয়ে বনানীতে পার্টি চেয়ারম্যানের অফিসে বৈঠক করছিলেন।জি এম কাদের ছাড়াও মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদ, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা, সালমা ইসলাম, শরীফুল ইসলাম জিন্নাহ, আদেলুর রহমান আদেল, মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও নাজমা আক্তার ছিলেন সেখানে।ওই বৈঠক চলার মধ্যেই চেয়ারম্যানের কার্যালয়ের সিঁড়িতে এবং জি এম কাদেরের কক্ষের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেছেন একদল কর্মী।রওশন এরশাদকে বিরোধী দলের নেতা করার যে সিদ্ধান্ত হয়েছে সমঝোতা বৈঠকে তাকে 'অগণতান্ত্রিক ও আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত'' বলে স্লোগান দিতে শুরু করেন তারা।

তারা স্লোগান দিতে থাকে- 'অগণতান্ত্রিক সমঝোতা মানি না, মানব না'; 'আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত, মানি না, মানব না'; 'লড়াই না সংগ্রাম? সংগ্রাম, সংগ্রাম'; 'জি এম কাদেরের সৈনিকেরা ভয় নাই, ভয় নাই'।ওই বিক্ষোভে থাকা তেজগাঁও থানা জাতীয় পার্টির সহ সভাপতি আলী হোসেন বলেন, "আগে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দলের চেয়ারম্যান ছিলেন, রওশন এরশাদ সংসদে দলের নেতা ছিলেন। কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু স্যারের মৃত্যুর পরে দলে নতুন চেয়ারম্যান, সংসদে নেতা নির্ধারণ নিয়ে এত নাটক কেন?

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখবে যেসব খাবার

এক বার ডায়াবেটিসের শিকার হলে তা নাকি কখনও সারানো যায় না। তবে বিশেষজ্ঞরা বলেন, খাবার তালিকায় যদি আপনি কিছু খাবার রাখেন তবে আপনার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

টমেটো

টমেটোতে রয়েছে ভরপুর ভিটামিন সি, ভিটামিন এ এবং লাইকোপেন। ডায়াবেটিসের কারণে হার্টের অসুখ রোধ করে এই উপাদানগুলি। তাছাড়া লো কার্ব ও ক্যালোরি কম থাকায় ওজন নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। ফলে প্রতি দিনের ডায়েটে অবশ্যই রাখুন টমেটো।

বিট

শুধুমাত্র শীতকালেই নয়, সবজির বাজারে হাত বাড়ালেই পাবেন বিট । বিটে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার থাকায় তা ডায়াবেটিস কমাতে সাহায্য করতে পারে। তাছাড়া এতে রয়েছে ন্যাচারাল সুগার যা অতি দ্রুত গ্লুকোজে পরিণত হয় না।

কুমড়া বীজ

অনেকেই কুমড়া থেকে তার বীজ ফেলে দেন। একে অতটা হেলাফেলা করবেন না। ফ্যাটি অ্যান্ড সুগারি ফুড খাওয়ার প্রবণতাকে নিয়ন্ত্র করে কুমড়া বীজ। এতে আইরন এবং আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটরয়েছে, যা পেট ভরা রাখে।আখরোট চিনে বাদাম ডায়াবেটিস হলে ডায়েটে অবশ্যই রাখুন আখরোট, চিনেবাদাম বা আমন্ডের মতো মিক্সড নাটস। এতে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যা রক্তে শর্করারমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। এছাড়া এতে রয়েছে এসেনশিয়াল অয়েল বা ডায়াবেটিস ইনফ্ল্যামেশন, ব্লাড সুগার এবং ব্যাড কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। সারাদিনের কাজের ফাঁকে স্ন্যাক্স হিসাবে অবশ্যই রাখুন মিক্সড নাট।

জাম

ডায়াবেটিস জন্য আদর্শ সুপারফুড হল জাম। নিয়মিত জাম খেলে হজম শক্তির পাশাপাশি ইনসুলিনের অ্যাক্টিভিটিও বাড়িয়ে দেয়। আয়ুর্বেদ অনুযায়ী, জামের বীজ গুঁড়ো উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ রাখতেও সাহায্য করে।

হলুদ

আয়ুর্বেদের মতে, হলুদ হল ডায়াবেটিসের জন্য একেবারে সঠিক সুপারফুড । কীভাবে খাবেন হলুদ? প্রতি রাতে এক গ্লাস গরম দুধে হলুদ মিশিয়ে খান। ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখতে তো বটেই, দেহে ইনসুলিনের মাত্রার ভারসাম্যও বজায় থাকে।

রাতে ঘুম পাড়াবে যেসব গাছ

গাছ ঘরের শোভাবর্ধন করে। তাই গাছ দিয়ে ঘর সাজাতে পছন্দ করে অনেকে। তবে গাছ শুধু ঘরের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না। আপনি জেনে অবাক হবেন যে, শোয়ার ঘরে কিছু গাছ রেখে দিলে এটি আপনাকে অক্সিজেন ছাড়াও প্রশান্তি ও ইতিবাচক শক্তি পেতে সাহায্য করবে। এছাড়া এ গাছগুলো আপনাকে রাতে ঘুম ধরাতেও সাহায্য করবে।

সংবাদ মাধ্যমটি জানায়, এমন কিছু গাছ আছে যা আপনার শয়নকক্ষে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে আ বার আপনাকে রাতে ভাল ঘুমাতেও সাহায্য করবে।

ল্যাভেন্ডার

ল্যাভেন্ডারের সুগন্ধ চায় না কে? এ গাছ শয়নকক্ষে রাখলে আপনার অতিরিক্ত মানসিক চাপ কমাবে এবং একটি প্রশান্তির ঘুম পেতেও সাহায্য করবে। এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এ উদ্ভিদটি গর্ভবতী মায়ের স্ট্রেস লেভেল কমাতে সাহায্য করবে।

জুঁই ফুল

জুঁই ফুল শয়নকক্ষে রাখলে,এটি আপনার শরীরের উপর একটি শীতল প্রভাব ফেলে। এ উদ্ভিদটি আপনার ব্যক্তিগত উদ্বেগ মাত্রা কমাতে এবং অনেক ইতিবাচক শক্তি পেতেও সাহায্য করবে।

অ্যালোভেরা

ঘৃতকুমারী বা অ্যালোভেরা শুধু ত্বকের হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না। এই উদ্ভিদটি আপনার ভাল ঘুম হতেও সাহায্য করবে। এ উদ্ভিদটি থেকে রাতে অক্সিজেন নির্গত হয়। ফলে আপনি পেতে পারেন একটি প্রশান্তির ঘুম। আর ঘৃতকুমারী উদ্ভিদটি খুব তাড়াতাড়ি বড় হয় এবং এটি পরিচর্যা করাও খুব সহজ কাজ।

সর্প উদ্ভিদ

নাসার মতে, শয়নকক্ষে সর্প উদ্ভিদ সবচেয়ে ভাল বায়ু ফিল্টারিং এর কাজ করে। এ উদ্ভিদটি গৃহসজ্জার কাজ ছাড়াও রাতে শয়নকক্ষে অক্সিজেন নির্গত হতে সাহায্য করে। এছাড়া ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক বায়ু পরিষ্কার করার জন্য স্পাইডার প্ল্যান্টটি খুবই কার্যকরী। রাতে একটি প্রশান্তির ঘুম পেতে এ উদ্ভিদটিও আপনার শোবার ঘরে রাখতে পারেন।

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া নয়

মনোকথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্ত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছি আপনর পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান।

আপনার সমস্যা

অমার বয়স ২৭। ঢাকার সরকারি বাঙলা কলেজ থেকে হিসাববিজ্ঞানে মাস্টার্স শেষ করলাম এক বছর হলো।

২০০৯ সালের কথা, একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে মনোজগত নামে একটি ম্যাগাজিন কিনে এনে পড়লাম এবং এতে থাকা একটি সমস্যার সঙ্গে আমি আমার একটু মিল খুঁজে পেলাম।' আমার খেয়াল আছে তখন আমি ভালো ছিলাম। সবার সঙ্গে হাসি খুশি দাওয়াত, পার্টি খেলাধুলা সব করতাম। শুধু সমস্যা ছিলো স্যারদের সঙ্গেকথা বলতে। পড়া বলতে গেলে হাত কাঁপতো বা ভয়ে ভুলে যেতাম।

ওই ম্যাগাজিনে কিছু ওষুধের বিবরণ ছিল, ট্রিপটিন, নেক্সিটাল, অ্যালজোলাম, সেট্রালাইন। এগুলো আমি মাঝে মাঝে খাওয়া শুরু করলাম, প্রথম প্রথম কোনো সমস্যা পাইনি। কিন্তু পরে দেখলাম ঘুম চলে গেছে, বিষন্নতা, চেহারা খারাপ হচ্ছে যাচ্ছে। আমি ধানমরিড মনোজগত সেন্টারে গেলাম। ডক্টর আমাকে অনেক ওষুধ দিলেন।

বি ৫০- ফোর্ট সেট্রা, ক্লোনাজিপাম, সেকলো এবং জিংকো বাইলুবা এগুলো খাওয়ার পর একটু ভালো থাকতাম কিন্তু ওজন কমে যেতো। পরে আমি ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেই। তখন নিজ নিজে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে যেতাম।

বর্তমান অবস্থা

আমি এখন কোনো ওষুধ খাই না। এখন সমস্যা হলো অমার মধ্যে ফোবিয়া কাজ করে। এগারোফোবিয়া ও হাইপারহাইড্রোসিস (মাথা ঘামাই) বিরাজমান। আবার রাতের বেলা বেলা হাসের ডিম খেলে ঘুম হয় না, ভোর ৫ টার দিকে জেগে যাই। আমি বাড়ির বাহিরে যাই না ঘামের ভয়ে। বিষন্নতা আমাকে সারাদিন ঘিরে রাখে। মনে আনন্দ কম থাকে। অল্পতে নার্ভাস হয়ে যাই। অপরিচিত কারও সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে তাড়াহুড়ো ও দ্রুত কথা বলি। আর মাথা ভিজে ঘামে এককার। মনের মধ্যে বল পাই না।

সমস্যা ১. যখন বাইরে যাই কিংবা বাড়িতে কাজ করি তখন মাথা ও বগল ঘেমে একাকার হয়ে যায়। আর অপরিচিত মানুষের সামনে গেলে ঘাম বেশি হয়, খাওয়ার সময় ঘামে অস্বস্তি লাগে। ২. নার্ভাসনেস ও ঘামের ভয়ে বাজারে যাই না, মানুষকে এড়িয়ে চলি। অনেকদিন বাড়িতে থাকছি। আত্মহত্যার বিনদুমাত্র ভাব আসে না। বাড়িতে খুবই ভালো থাকি। কিন্তু কষ্ট দেয়। আম্মা আমাকে ভীতু বলে জানে। ভাবে আমার দ্বারা কিছু হবে না। কারণ আমাকে কোথাও যেতে বললে আমি না করে দেই। আর যদি যেতেই হবে তখন আমি হতাশ হই ও ঘামে মাথা ভিজে যায়।

এখন আমি কি করতে পারি? ঘাম ও এগারোফোবিয়া নিয়ে আমার জীবন শেষ।

আমাদের সমাধান

আপনার সমস্যাগুলি পড়লাম। বর্তমানে আপনি এক ধরনের মানসিক রোগে ভুগছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আপনাকে বলবো, দেরি না করে পরিবারের সহায়তায় আপনি কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

তা না হলে আপনার এই সমস্যা চলতেই থাকবে এবং একজন কর্মদক্ষ মানুষ হয়েও আপনি কর্মক্ষম হিসেবে দিন পার করবেন। এখন যেমন করছেন, সেটা হয়তো চলতেই থাকবে। কিন্তু আপনি যদি সঠিক চিকিৎসা নেন, তবে অবশ্যই এ সমস্যা দূর হয়ে যাবে। আপনি লিখেছেন, আপনি বর্তমানে ঘর থেকে প্রায় বেরই হন না। বের হতে ভয় লাগে, ঘামের ভয়ও আসে। কিন্তু আপনি যখন ঘরে থাকেন, তখন আপনার কোনো অসুবিধা হয় না। সেই সঙ্গে

জন্মের আগেই মায়ের কষ্ট বুঝতে পারে শিশু !

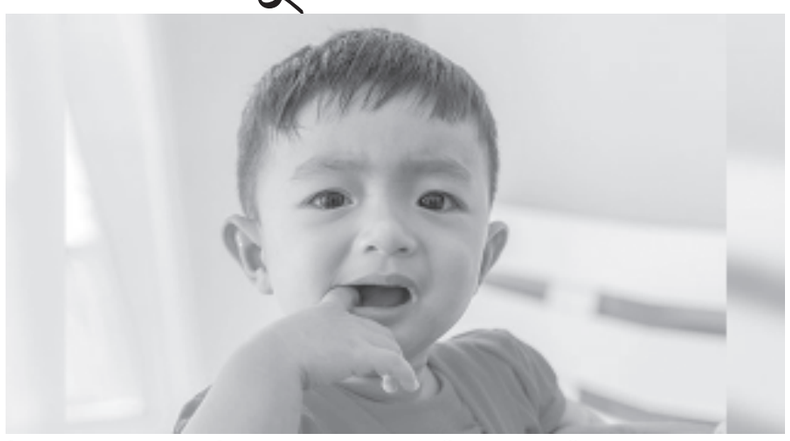

শিশু জন্মের পরে অনেক কিছু করে থাকে। জন্মের পর শিশু যা করে তা সবই আমাদের কাছে নতুন মনে হয়। জেনে রাখা ভালো, শিশু মায়ের গর্ভে থাকাকালীন অনেক কিছু করে যা আমাদের কাছে নতুন মনে হলেও নতুন নয়। চিকিৎসকরা বলছেন, মস্তিষ্কের গঠন উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কিছু কিছু ইচ্ছাধীন কাজও আপনার শিশু করে ফেলে জন্মের আগেই। আসুন জেনে নেই শিশু জন্মের আগেই যেসব কাজ করে।

রাগ, দুঃখ, কষ্ট

কেমন আছে মা? রাগ, দুঃখ ও কষ্ট বুঝতে পারে শিশু। মায়ের গর্ভে ৮ মাস পরই গর্ভস্থ শিশুর মুখে ফুটে উঠতে থাকে নানা আবেগের ভঙ্গি। মূলত, মায়ের ভালো থাকা খারাপ থাকার ওপর তা অনেকটাই নির্ভরকরে। মা খুশি হলে শিশুও খুশি! ৩৩ সপ্তাহ কাটলে তা হাসি মুখেণ ছবিও ধরা পড়ে আলট্রাসাউন্ডে।

মাতৃত্বকালীন ছুটি

মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাওয়ার আগে অফিসে কাজের চাপ বেড়েছে কিংবা বাড়িতে কোনো কারণে মানসিক চাপে আছেন? আপনার শিশু কিন্তু ঠিক টের পেয়ে যায়। গর্ভবতী মাকে চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন চাপমুক্ত থাকতে।

কান্নার মৃদু তরঙ্গ

গর্ভে থাকাকালীন কোনো কারণে রেগে গেলে বা কষ্ট পেলে কেঁদে ওঠে সে। তবে তখনও শব্দ করতে পারে না বলে , সেকান্নার প্রকাশ হয় নিঃশব্দে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, তিন মাস পর থেকেই আলট্রাসাউন্ডের মাইক্রোফোনে অনেক সময়ই তদ্ধার কান্নার মৃদু তরঙ্গ ধরা পড়ে।

মস্কিষ্কের কাজ

গর্ভস্থ অবস্থায় সুর করে বা জোরে কোনো ছড়া গল্প বললে কিংবা গান গাইলে তা শুনতে তো পায়ই শিশু, শুধু তা ই নয়, তার মস্তিষ্কের কাজওচলে পুরোদমে। হ্যাঁ, গর্ভে থাকাকালীনই সে মনে রাখতে শিখে যায় বারবার শোনা কোনো গান বা ছড়ার লাইন।

আঙুল চোষা

আট মাস গর্ভভারনের পর আলট্রাসাউন্ডে প্রায়ই ধরা পড়ে শিশু মুখের মধ্যে আঙুল পুরে নিশ্চিন্তে রয়েছে। আঙুল চোষার এই পাঠ সে শিখে ফেলে গর্ভে থাকাকালীনই। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, হাতের আঙুল নিয়ে যে কী করবে তা সে মাঝে মাঝেই বুঝে উঠতে পারে না, তাই সটান চালান করে দেয় মুখে!

শিশুকে কত বছর মায়ের দুধ খাওয়াবেন?

জন্মের পরে প্রথম ছয় মাস শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো খুবই জরুরি। প্রথম ৬ মাস মায়ের বুকের দুধ ছাড়া শিশুকে অন্যকিছু খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। এ সময়ে মায়ের দুধ শিশুর সব চাহিদা পূরণ করে।

শিশুর ঠিক বিকাশ এবং মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য সন্তানের শক্ত খাবারের অভ্যাস তৈরি করা এবং দুই বছর বয়সের পরে বুকের দুধ পানের পরিবর্তে সাধারণ খাবারে অভ্যস্ত করেতোলাও জরুরি। সেটা কিন্তু অধিকাংশ মা ই জানেন না। চিকিৎসকদের একাংশ জানাচ্ছেন, বুকের দুধ পানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মায়েদের বলা হয়। কিন্তু সেটার নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।

শিশুর বিকাশে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের দুধের গুরুত্ব রয়েছে। তার পরে বিভিন্ন খাবারের থেকেই পুষ্টি সংগ্রহ করা শিখতে হবে। অনেকেই মনে করেন, মাতৃদুগ্ধ পর্যন্ত খেলেই পেট ভরে যাবে। কিন্তু বছর দুয়ে পরে ঠিকমতো সব রকমের খাবার না খেলে নানা শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়। এমনকি দাঁতে সংক্রমণও হতে পারে।

শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতাল লিমিটেডের গাইনি কনসালটেন্ট বেদৌরা শারমিন যুগান্তরকে বলেন, শিশুর জন্মের পর প্রথম ৬ মাস অবশ্যই মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। এছাড়া ৬ মাসের পর থেকে ধীরে ধীরে শিশুকে পুষ্টিসম্মত বাড়তি খাবার দিতে হবে। শিশুকে কত বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিশুদের জন্য মায়ের বুকের দুধ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ট উপহার। তবে শিশুকে দেড় থেকে ২ বছরের বেশি বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই।

এই গাইনি কনসালটেন্ট জানান, অনেকে শিশু ৫ বছর পর্যন্ত বুকের দুধপানে অভ্যস্ত থাকে। সেটা ঠিক নয়। শিশুর জন্মের পরে অনেক সময় মায়েদের হরমোনঘটিত সমস্যা হতে থাকে। আবার অনেকে গর্ভনিরোধক ওষুধও ব্যবহার করেন। যেগুলো তার হরমোনঘটিত পরিবর্তন ঘটায়। সেই ওষুধ ব্যবহারের সময় সন্তানকে স্তন্যপান করালে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শিশুর দেহে দেখা দিতে পারে।

তার কথায়, মা কোনও ধরনের ওষুধ খেলে কিংবা সংক্রমণে আক্রান্ত হলে স্তন্যপানের মাধ্যমে শিশুর দেহে তা যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই দু'বছরের পরে বুকের দুধ পান করানো ঠিক নয়। বছর দুয়েকের পরেও শিশু ভাত, ডালের মতো শক্ত খাবারের পরিবর্তে স্তন্যদুগ্ধেই অভ্যস্ত হলে রক্তসল্পতার মতো সমস্যা তৈরি হতে পারে বলেই মনে করছেন শিশুরোগ চিকিৎসক অপূর্ব।

বয়স্ক পুরুষদের কেন স্বামী হিসেবে পছন্দ করে নারীরা?

প্রেমিকের বয়স যাই হোক না কেন? তা নিয়ে খুব একটা ভাবনার বিষয় নয় নারীদের। তবে বিয়ের ক্ষেত্রে নারীরা অনেক ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেন। কারণ বেশিরভাগ নারীরা বিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় বিয়ে কোনোটাই পছন্দ করেন না।

তাই বিয়ের ক্ষেত্রে বহু স্বামীর বয়স, আয়, পরিবার, আত্মীয় স্বজনসহ বিভিন্ন বিষয় যাচাই করে বিয়ে করেন নারীরা। এছাড়া বয়স্ক পুরুষের ম্যানার্স বহু কমবয়সী নারীকে আকর্ষণ করে। রাশভারি ব্যক্তিত্বও অনেকের পছন্দ।

পুরুষের প্রতি নারীদের আকর্ষণ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। তাই নিজের পছন্দকে সবাই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বয়স বা জাত ধর্ম কখনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

আসুন জেনে নেই, যেসব কারণে নারীরা বয়স্ক পুরুষদের বিয়ে করতে চান।

আয় ও ভবিষ্যৎ

বয়স্ক পুরুষ মানেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তাদের আয় ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত। এছাড়া বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে যথেষ্ট ম্যাচিওরিটি থাকে, আকর্ষণের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। এজন্য নারী একটু বেশি পুরুষদের স্বামী হিসেবে পছন্দ করেন।

স্বামী হিসেবে ভালো

বয়স পুরুষেরা বিয়ে করে মূলত সংসার ও সন্তানের মুখ দেখার জন্য। অভিজ্ঞতার আলোকে বয়স্ক পুরুষের স্বামী হিসেবে ভালো। বয়স্কদের প্রেম একেবারে অন্যরকম ,অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। ফলে সংসার টিকে থাকে।

বিবাহ বিচ্ছেদ

বয়স্ক পুরুষের বোঝাপড়া অনেক গভীর। তার কাছে শরীরের চেয়ে অগ্রাধিকার পায় মন।

পুত্র না কন্যা সন্তান চাই? নির্ধারণ করবে দম্পতি নিজেই!

ছেলে চাই না মেয়ে চাই সেটা নির্ধারণের একচ্ছত্র অধিপতি সৃস্টিকর্তা। পৃথিবীর শেষ সময়ে এসেও মানুষ স্রষ্টার এ ইচ্ছাতে নিজের কোনোরকম মতামতও দিতে পারেনি।

তবে গর্ভস্থ সন্তান ছেএল কি মেয়ে তা আল্টাসোনিক শব্দ তরঙ্গে মাধ্যমে জেনে নিতে পেরেছে মাত্র। কিন্তু যদি মা বাবা নিজেরাই নির্ধাণ করে নেন যে তাদের পুত্র না কন্যা সন্তান চাই তাহলে বিষয়টা কেমন হবে? তেমনটাইদাবি করছেন একদল ব্রিটিশ গবেষক। একেবারে নিশ্চিত হবার তেমন কোনো প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে না পারলেও ব্রিটিশ গবেষকগণ একটি প্রাকৃতিক কৌশল বাতলে দিয়েছেন তাদের প্রতিবেদনে।

ভ্রুন বিজ্ঞান বলে, এক্স ক্রোমোোজোম বিশিষ্ট শুক্রাণু দ্বারাডিম্ব নিষিক্ত হবার কারণে সন্তান মেয়ে হয় আর ওয়াই ক্রোমোজোর কারণে ডিম্প নিষিক্ত হলে সন্তান ছেলে হয়। প্রতিবেদনটি মূলত এই বিষয়টাকেই সামনে রেখে স্বামী স্ত্রী শারীরিক মিলনের সময়ের ওপরে নির্ভর করেছে।'

বিজ্ঞানীরা

বলেন, মৃতদেহে ওভিউলেশন বা ডিম্পপাত প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে ও পিতৃদেহের স্পার্ম বা শুক্রাণু কীভাবে একে প্রভাবিত করে সেটাই ঠিক করে দিবে আগত সন্তান ছেলে নাকি মেয়ে হবে।

সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের গবেষণালম ফলাফল হচ্ছে প্রতি মসে পাঁচ দিনের একটি সময়সীমায় মাতৃ দেহের ডিম্বাপাত ঘটে। এ ডিম্বপাতের তিন দিন আগে থেকে শুরু করে একদিন পর পর্যন্ত কার্যকরী থাকতে পারে। এভাবে জেনে নেয়া যেতে পারে নারীর গর্ভধারণের সম্ভাব্য সময়। এবার প্রয়োজন শুধু এ সময়ের মাতৃ দেহের এক্স ক্রোমোজোমটি পুরুষ দেহের ইয়াই দ্বারা নিষিদ্ধ হবে নাকি এক্স ক্রোমোজোম দ্বারা সেটি নিয়ন্ত্রণ করা।

বিজ্ঞান বলে, ইয়াই শুক্রাণু তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট , কিন্তু বেশ দ্রুতগামী। তারা খুব বেশিক্ষণ জীবিত থাকে না। এদিকে এক্স শুক্রাণু বেশ বড় এবং ধীরগতির , কিন্তু তারা ওয়াই এর তুলনায় দীর্ঘজীবি। এবার সন্তান হিসেবে ছেলে চাইলে ওয়াই যাতে খুব দ্রুত ডিম্বের কাছাকাছি যেতে পারে এর জন্য মাতৃ দেহের যেদিন ডিম্বপাত হচ্ছে সেদিনেই মিলিত হওয়াটা জরুরি। না হলে শুক্রানুটি আর তেমন কার্যকরী থাকবে না।

আবার দম্পত্তি যদি কন্যা সন্তান চান তবে ডিম্বপাতের দুই থেকে তিন দিন আগে মিলিত হতে হবে। এতেডিম্বপাত হবার আগেই সব ওয়াই শুক্রাণু মারা যাবে, ফলে সন্তান ছেলে হবার সম্ভাবনা কমে যাবে অনেকটাই।

বেঁচে থাকবে শুধু মাত্র এক্স শুক্রাণুগুলি। ফলে কন্যা সন্তান হবার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যাবে। তবে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের মতে, এটা শুধুই একটা চালাকি মাত্র। এটা কোনো আবিষ্কার নয়। তারা আরও বলেন, প্রতিবেদনটি কোনোভাবেই ইচ্ছাধীনভাবে কন্যা বা পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার বিষয়টিকে উৎসাহিত করার জন্যে নয়। এটি একটি গবেষণালব্ধ তত্ব।

এই রকম ব্যথাকে ভুলেও অবহেলা করবে না!

আমাদের শরীরের নানা জায়গায় মাঝে মধ্যেই টুকটাক ব্যথা হয়। কখনও কম, কখনও বেশি এ সম ব্যথাকে আমরা অধিকাংশ সময়েই তেমন একটা গুরুত্ব দিতে চাই না। অথচ এ সব ব্যথাই হতে পারে অনেক বড় কোনও সমস্যার পাথমিক লক্ষণ যা ভবিষ্যতে মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়তে পারে! তাই এ সব ব্যথাকে মোটেই অবহেলা করা উচিত নয়। তাইজেনে নেয়া উচিত, কোন কোন ধরনের ব্যথাকে ফেলে না রেখে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। জেনে নিন তেমন কিছু শারীরিক ব্যথা সম্পর্কে যেগুলো অবহেলা করা একেবারেই উচিত নয়।

আপনার দাঁত ব্যথার মাত্রা যদি এতোটাই

বৃদ্ধি পায় যে, মাঝ রাতে গভীর ঘুমেও দাঁত ব্যথার কারণে ভেঙে যায়, তাহলে আপনা দ্রুত দাঁতের ডাক্তার দেখনো উচিত। দাঁতের ছিদ্রেরমাধ্যমে ইনপেকশন মাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার কারণে এই ধরনের দাঁত ব্যথা হতে পারে আপনার।

হঠাৎ করে যদি মাথায় অস্বাভাবিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং মাথার ব্যথায় দৃষ্টিশক্তি ঘোলাতে হতে শুরুকরে, তাহলে বিষয়টিকে অবহেলা করা একেবারেই উচিত হবে না। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, কোন আঘাত, টিউমার ইত্যাদির কারণে মাথায় এ ধরনের অস্বাভাবিক ব্যথা হতে পারে। তাই এই পরিস্থিতিতে জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

যেভাবে চালু করবেন জিহেলের স্মার্ট কম্পোজ

গুগল তার সব সেবারবেশ কিছু নতুন ফিচার এনেছে। এর মধ্যে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ।

প্রথমে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। স্মার্ট কম্পোজ জিমেইল ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন একটি ফিচার। মেইল কম্পোজের ক্ষেত্রে বানান ভুল কিংবা বাক্য ভুল খুবই বিড়ম্বনায় ফেলে। অফিসিয়াল মেইলের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা বেড়ে যায় আরও বেশি।ব্যবহারকারীদের এ অসুবিধাদূর করতে জিমেইল নিয়ে এসেছে নতুন স্মার্ট কম্পোজ ফিচার। স্মার্ট কম্পোজে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং সিস্টেম মেইল লিখতে সহযোগিতা করবে। এর ফলে বানান বা বাক্য ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

এবার উদাহরণ দেওয়া যাক, মেইল কম্পোজে একটি ওয়ার্ড টাইপ করার পর স্মার্ট কম্পোজ' বাক্য সাজেস্ট করবে। বাক্যটি নির্বাচন করতে ব্যবহারকারীকে ট্যাব প্রেস করতে হবে। স্মার্ট কম্পোজে বানান ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না। তবে শুধু ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে স্মার্ট কম্পোজ বাক্য গঠন ও বানানের নির্দেশনা দেবে। তাহলে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ সুবিধা চালু করতে কি করতে হবে? খুবসহজেই আপনিও জিমেইলের নতুন এ ফিচারটি উপভোগ করতে পারবেন। এর জন্য প্রথমে জিমেইলের নতুন ভার্সনটি আপডেট করতে হবে। জিমেইলের পুরনো ভার্সনে এ সুবিধা ব্যবহার করা যাবে না। জিমেইলের নতুন ভার্সন আপডেট করতে হবে। জিমেইলের পুরনো ভার্সনে এ সুবিধা ব্যবহার কযা যাবে না। জিমেইলের নতুন ভার্সন আপডেট করার পর জিমেইলের সেটিংস' অপশনে যেতে হবে। 'সেটিংসে' গিয়ে 'জেনারেল সেকশনে' যেতেহবে। জেনারেল সেকশনে' যাওয়ার পর এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাকসেসে' ক্লিক করতে হবে। এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাকসেসে' গিয়ে এটা 'এনোবল' করতে হবে। 'এনোবল' করার পর সবশেষে গিয়ে 'সেভ চেঞ্জেস' প্রেস করলেই চালু হয়েযাবে স্মার্ট কম্পোজ ফিচার।

শনিবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরটি ঘুরে দেখেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

সম্মুখ সমরে অসম ও সর্বভারতীয় দুই ছাত্র সংগঠন : ডিব্রুগড়ে আসু-র বিরুদ্ধে এবিভিপি-র মিছিল

ডিব্রুগড় (অসম), ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য ভিত্তিক ছাত্র সংগঠন সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু) এবং সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর বিবাদ প্রকাশ্য রাজপথে চলে এসেছে। গত সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল। আজ শনিবার এবিভিপি আসু-র বিরুদ্ধে ডিব্রুগড় শহরে এক প্রতিবাদী মিছিল বের করে।

মিছিলে 'আসু-র দাদাগিরি চলবে না', 'গুণ্ডামি বন্ধ করতে হবে আসু-কে', 'এবিভিপি কার্যকর্তাদের ওপর হামলাকারীদের শাস্তি দিতে হবে', 'আমরাও অসমিয়া, আমাদের গায়েও খিলঞ্জিয়ার রক্ত আছে' ইত্যাদি নানা স্লোগান দিয়ে শহরের প্রাণকেন্দ্র কাঁপিয়ে তুলে এবিভিপি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত সোমবার ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বাইরে সন্ধে প্রায় ৫.৫৫ মিনিট নাগাদ আসু-র কতিপয় কর্মকর্তার হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর দুই কার্যকর্তা। তাঁরা পূর্ণকালীন কার্যকর্তা তথা সংগঠনের সর্বভারতীয় কার্যকারিণী সদস্য নয়নজ্যোতি শর্মা এবং রোহিতনয়ন বরুয়া। ঘটনার পর চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে ডিব্রুগড়ে। এবিভিপি-র আক্রান্ত দুই কার্যকর্তা আসু-র হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ডিব্রুগড় সদর থানায় এফআইআর দায়ের করেছিলেন। এবিভিপি-র সর্বভারতীয় কার্যকারিণী সদস্য, অসমের বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখ তথা সংগঠনের সদ্যপ্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি নয়নজ্যোতি শর্মা জানান, সোমবার সন্ধে সংগঠনের অপর কার্যকর্তা রোহিতনয়ন বরুয়াকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসছিলেন তিনি। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বাইরে রাস্তায় পথ আগলে আসু-র জনাকয়েক কর্মকর্তা তাঁদের ওপর হামলা চালায়। হামলার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের কী কাজ, বলেই মুখ বরাবর ঘুষি মারতে উদ্যত হয় এক আসু কর্মী। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আর কখনও আসবে কিনা, ফের এই এলাকায় দেখলে মেরে ফেলব বলেই অপর আসু কর্মী লাঠি নিয়ে প্রাণঘাতী হামলা করে বসে। নয়নজ্যোতি বলেন, আসু মনে করে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় তাদের মৌরসি পাট্টা, আর কেউ এখানে আসতে পারবে না। তবে যারা তাঁদের ওপর হামলা করেছে, এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। পূর্ব পরিকল্পনামাফিক তারা হামলা চালিয়েছে বলে দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেছেন এবিভিপি-র নয়ন।

চেতনায় পরিবেশ রক্ষা : সিগারেট বাট সহ ১২টি প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পরিবেশ দূষণ রোধে প্লাস্টিকের বাবহার কমানোর দিকে আরও এক ধাপ অগ্রসর হল কেন্দ্র। একবার মাত্র ব্যবহার করা যায়, এমন প্লাস্টিক বন্ধ করা হবে বলে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণেই জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এবার কোন কোন প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে, তার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে মোট ১২টি প্লাস্টিক দ্রব্যের উল্লেখ।

আগামী ২ অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস থেকেই দেশে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে প্রথম পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ২০২২ সালের মধ্যে দেশকে সিঙ্গল-ইউজ প্লাস্টিক-মুক্ত করার রোডম্যাপ প্রস্তুত করছে কেন্দ্রীয় সরকার। তার জন্য প্রথম ধাপে যে ১২টি দ্রব্যকে নিষিদ্ধের তালিকায় ফেলা হতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে ৫০ মাইক্রনের কম প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ, নন-ওভেন ক্যারিব্যাগ, প্লাস্টিকের চামচ, থার্মোকলের গ্লাস, বাটি, প্লেট, ছোট প্লাস্টিকের কাপ, প্লাস্টিকের ইয়াড বাড এবং সিগারেটের বাট। এই সব দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করে তার পরিবর্তে কী চালু করা যায়, তার প্রস্তাব শুক্রবারের মধ্যে জমা দিতে প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করলে বহু মানুষ কাজ হারাতে পারেন বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে যা চালু করা হবে, সেই ক্ষেত্রেই এদের নিয়োগ করা হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও জনবন্টন মন্ত্রী রামবিলাস পাসওয়ান।

এনআরসি-র রাজ্য সমন্বয়ক প্রতীক হাজেলাকে জেলে পাঠানোর দাবি বাঙালি যুব-ছাত্র ফেড-এর

ওদালগুড়ি (অসম), ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রকাশিত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) বাতিল করে এর রাজ্য সমন্বয়ক প্রতীক হাজেলাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানোর দাবি তুলেছে বাঙালি যুব-ছাত্র ফেডারেশন। এনআরসি-ছুট কোনও হিন্দু বাঙালিকে ফরেনার্স ট্রাইবুনালে না গিয়ে রাজ্যের প্রতিটি থানায় প্রতীক হাজেলার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

এ-ব্যাপারে সারা বিটিসি বাঙালি যুব-ছাত্র ফেডারেশন-এর কেন্দ্রীয় মুখ্য উপদেষ্টা শ্যামল সরকার বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকৃত ভারতীয় হিন্দু বাঙালিদের নাম কর্তন করেছেন এনআরসি-র রাজ্য সমন্বয়ক প্রতীক হাজেলা। তাঁর বিরুদ্ধে গতকাল ওদালগুড়ির জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে তাঁরা দু-ঘণ্টার অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন জানিয়ে শনিবার সরকার বলেন, প্রকাশিত এনআরসি বাতিল করতে হবেই। এনআরসি-র নামে বাঙালিদের হয়রান করার ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছে। বিনাশর্তে এনআরসিতে প্রত্যেক বাঙালির নাম অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও তুলেছেন শ্যামল সরকার।

বিটিসি বাঙালি যুব-ছাত্র ফেডারেশন-এর উপদেষ্টা শ্যামলবাবু বলেন, এনআরসি-কে আমরা যেভাবে স্বাগত জানিয়েছিলাম, ঠিক সেভাবেই এখন আমরা তা বাতিলের দাবি করতে বাধ্য হয়েছি। বিনা কারণে ধরে ধরে বাঙালিদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে বন্দি করে রাখা হয়েছে। তাঁদের নিঃশর্তে মুক্তি চেয়ে এনআরসি-র জন্য আত্মহত্যাকারীদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দিতে সরকারের কাছে দাবি করেছেন তিনি।

এদিকে সারা অসম বাঙালি যুব-ছাত্র ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সভাপতি রতন সেন বলেন, অসমে একজন বাঙালিও বিদেশি নেই। এর পরও এনআরসি থেকে বাঙালিদের নাম বাদ পড়ার বিষয়কে কখনও মেনে নেওয়া যাবে না। এনআরসি তালিকা থেকে বাদ পড়া একজনকেও ফরেনার্স ট্রাইবুনালের দুয়ারে হত্যে না দিয়ে রাজ্যের প্রতিটি থানায় প্রতীক হাজেলার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে আহ্বান জানান রতন সেন।

তিনি বলেন, এনআরসি-র রাজ্য সমন্বয়ক প্রতীক হাজেলা একনায়কত্ববাদের মাধ্যমে তালিকা তৈরি করেছেন। স্বদেশীকে বিদেশী আর বিদেশীকে স্বদেশীতে রূপান্তর করেছেন তিনি। এনআরসি বাবদ খরচ ১,৬০০ কোটি টাকার উপযুক্ত তদন্ত করে হাজেলাকে জেলে পাঠানোর দাবিও করেছেন তিনি।

চিন্ময়ানন্দ মামলা : ছাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ সিটের

শাহজাহানপুর (উত্তর প্রদেশ), ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আইনের ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা ও অপহরণ মামলায় শনিবার অভিযোগকারী ছাত্রীকে জেরা করল বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। তদন্তের স্বার্থে স্নাতকোত্তর বর্ষের ওই নির্যাতিতা ছাত্রীর কাছে সাক্ষ্যপ্রমাণ চাওয়া হলে তিনি ৪৩টি ছবি সমেত একটি পেনড্রাইভ দিয়েছিলেন সিটের তদন্তকারী কর্মকর্তাদের। এদিন ছাত্রী সহ তার মা এবং অন্যান্যদেরও জেরা করে সিট।

এর আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছ'টা থেকে গভীর রাত একটা পর্যন্ত দীর্ঘ ৭ ঘন্টা ধরে জেরা করা হয় প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বামী চিন্ময়ানন্দকে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বামী চিন্ময়ানন্দকে পুলিশ লাইনে তলব করে সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)উ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাসভবনেই দীর্ঘ সাত ঘন্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় স্বামী চিন্ময়ানন্দকেউ

প্রসঙ্গত, আইনের ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা ও অপহরণ মামলার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টউ শীর্ষ আদালতের নজরদারিতেই চলবে তদন্তউ ভিডিও পোস্ট করে ওই আইনের ছাত্রী অভিযোগ করেছিলেন, 'সন্ত সম্প্রদায়ের এক বর্ষীয়ান নেতা তাঁর সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছেউ'

রাঁধুনি সলমন : বিগ বসের প্রোমো শ্যুটে অন্য লুকে ভাইজান

মুম্বই, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পেশাদার রাঁধুনির জ্যাকেট গায়ে গ্যাস ওভেন জ্বালিয়ে নন-স্টিকের চাটুতে খিচুড়ি বানাচ্ছেন সলমন খান। খিচুড়ির সঙ্গে বানাচ্ছেন রায়তাও। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠে এসেছে শেফ সলমনের এই ছবি।

সম্প্রতি জনপ্রিয় টিভি-শো "বিগ বস"-এর জন্য আরও একটি প্রোমো শ্যুটে সাজানো গোছানো রান্নাঘরে নিজের হাতেই রান্না করতে দেখা গেছে ভাইজানকে। তবে অবশ্য এই প্রথম নয়, গত বছরও বিগ বস-এর প্রতিযোগীরা ভালো খাবার না পাওয়ার অভিযোগ করলে সলমন নিজের বাড়ি থেকে তাঁদের জন্য খাবর এনেছিলেন। তবে সেটা শুধু একবারই নয়, প্রত্যেক সপ্তাহেই সলমনের বাড়ি থেকে বিগ বস-এর প্রতিযোগীদের জন্য খাবার আসত। এবারও শীঘ্রই শুরু হতে চলা "বিগ বস ১৩"-এর যে প্রোমো সলমন শ্যুট করেছেন সেখানে সলমনকে নিজের হাতে রান্না করতে দেখা যাচ্ছে। বিগ বস-এর এই নতুন প্রোমোতে সলমন ছাড়াও দেখা গেছে সুরভি জ্যোতি ও করণ ওয়াহিকে। এদিকে এবার বিগ বস-এর প্রতিযোগী হিসাবে ঠিক কাদের দেখা যাবে তা স্পষ্ট না জানা গেলেও শোনা যাচ্ছে রাজপাল যাদব, দেবলীনা ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ শুক্লা, মাহিকা শর্মা, মেঘনা মালিক, পবিত্র পুনিয়া, আরতি সিনহার নাম।

নগাঁওয়ের সামাগুড়িতে পুলিশের জালে বমাল দুই তক্ষক পাচারকারী

নগাঁও (অসম), ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নগাঁও জেলার সামাগুড়িতে একটি পূর্ণবয়স্ক তক্ষক পাচারের সঙ্গে জড়িত দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সামাগুড়ি থানার ওসি শনিবার জানান, নির্ভরযোগ্য গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে একটি তক্ষক-সহ দুজনকে তাঁরা আটক করেন। দুই পাচারকারীকে সামাগুড়ির নিকটবর্তী সোনারিবালি এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের চিকনি চা বাগানের কর্নেলিয়া টুটি এবং সামাগুড়ির বড়মাবিল গ্রামের বাসিন্দা জিয়াউর হক বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, সামগুড়ির সোনারিবালির চামেলি ছয়ের পাতায়

মরিগাঁওয়ে লুণ্ঠিত করিমগঞ্জ ও হোজাইয়ের দুই বাসিন্দা ৩.৮৯ লক্ষ টাকা লুট করে গ্রেফতার পাঁচ পুলিশকর্মী

মরিগাঁও (অসম), ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মধ্য অসমের মরিগাঁওয়ে রাতের অন্ধকারে দুই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা লুট করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে টহলদারী পাঁচ পুলিশ কর্মীকে। এই কাণ্ডে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, শুক্রবার রাতে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এই নির্লজ্জ ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। মরিগাঁও জেলার ধরমতুল থানার দুলাল পাতর (ডিএফও), দেবজিৎ ভুইয়াঁ এবং ঋতুরাজ শইকিয়া (১১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান), কমল ডেকারজা (গাড়ি চালক) এবং বিশ্বজিৎ দাস (কনস্টেবল) নামের পাঁচ পুলিশ কর্মী জাতীয় সড়কে টহল দিচ্ছিলেন। রাত তখন প্রায় একটা। করিমগঞ্জের জনৈক আলতাব হুসেন এবং হোজাইয়ের কালিম উদ্দিনকে মারপিট করে তাঁদের সঙ্গে মজুত ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা লুটে নিয়ে যান।

করিমগঞ্জের কয়লা ব্যবসায়ী আলতাব হুসেন এবং কালিম উদ্দিন একটি গাড়ি কিনতে লাড্রিমবাই থেকে জোড়াবাট গিয়েছিলেন। কিন্তু অনিবার্য কারণে গাড়ি কিনতে না পেরে রাত প্রায় একটা নাগাদ হোজাইয়ের বাসিন্দা কালিম উদ্দিনের বাড়ির উদ্দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন তাঁরা। কিন্তু ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ধরমতুল থানার এই পাঁচ টহলদারী পুলিশ কর্মী দুই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকাগুলি ডাকাতি করে নেন। এর পর দুই ব্যবসায়ী মরিগাঁও থানায় ঘটনার বর্ণনা করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করে আজ ডাকাতরূপী পুলিশকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে ডিএফও দুলাল পাতরকে অপসারণ করার পাশাপাশি গাড়ি চালক কমল ডেকারজা এবং কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসকে বরখাস্ত করেছেন মরিগাঁওয়ের পুলিশ সুপার। অন্যদিকে ১১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান দেবজিৎ ভুইয়াঁ এবং ঋতুরাজ শইকিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিভাগীয়ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৪ বাধারঘাট উপনির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী রতন চন্দ্র দাসের সমর্থনে এক র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

শপিং মলের রেস্টুরেন্টে বচসা : গুলি করে খুন ব্যক্তি

লুধিয়ানা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শপিং মলের রেস্টুরেন্টে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বচসা। আর জেরেই ওই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির গুলিতে খুন হতে হল বছর ৪২এর দলজিৎ সিং-কে। এ ব্যাপারে শনিবার পুলিশ জানিয়েছে, লুধিয়ানার একটি শপিং মলের রেস্টুরেন্টে বচসার জেরে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি গুলি চালালে দলজিৎ সিং নামে ৪২ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হন।

স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নিকটবর্তী থানার পুলিশ। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তড়িঘড়ি দলজিৎ সিং-কে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন পুলিশ জানিয়েছে, হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় শনিবার মৃত্যু হয় দলজিৎ সিং (৪২)-এর।

পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে ওই শপিং মলের একটি রেস্তোঁরায় দলজিৎ সিং ও অভিযুক্তের মধ্যে কিছু বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু হয় এবং ওই বচসা চলাকালীনই আচমকা দলজিৎকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অভিযুক্ত। অভিযুক্তের খোঁজ করার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভারত-ভুটান সীমান্তে যৌথবাহিনীর অভিযানে বহু আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত দুই আদিবাসী উগ্রপন্থী

কোকরাঝাড় (অসম), ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিটিএডি-র অন্তর্গত কোকরাঝাড় পুলিশ, কামান্ডো ব্যাটালিয়ন এবং সেনাবাহিনীর ২১০ কোব্রা রেজিমেন্টের অভিযানে দুই সক্রিয় আদিবাসী উগ্রপন্থী সদস্য আটক হয়েছে। তাদের হেফাজত থেকে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে যৌথবাহিনী।

কোকরাঝাড় থানা সূত্রের খবরে জানা গেছে, সেনাবাহিনীর ২১০ কোব্রা রেজিমেন্টের গোয়েন্দা সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী জঙ্গলে শুক্রবার রাতে যৌথ অভিযান চালানো হয়। গোটা রাত অভিযান চালিয়ে আজ শনিবার ভোররাতে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র-সহ আদিবাসী উগ্রপন্থী সংগঠনের দুই সদস্যকে পাকড়াও করা হয়েছে।

ধৃত দুই উগ্রপন্থীকে কোকরাঝাড় জেলার কোঝারনা গ্রামের প্রয়াত পল্টন মুর্মুর ছেলে পুদান মুর্মু (৪৫) এবং সুপেরগুড়ি গ্রামের প্রয়াত দেওয়ান মুর্মুর ছেলে বাজুন মুর্মু (২৪) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের হেফাজত থেকে দুটি এ-কে সিরিজের রাইফেল, দুটি এ-কে সিরিজের রাইফেলের ম্যাগাজিন, একটি মজল লোডিং বন্দুক, পাঁচ রাউন্ড এ-কে সিরিজের সক্রিয় গুলি এবং ৬৩৭ রাউন্ড পয়েন্ট (.) ৩০ এম-১ পিস্তলের বুলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

দুই উগ্রপন্থীর বিরুদ্ধে এক মামলা রুজু করা হয়েছে। তাদের সেনা ও পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা জিজ্ঞাসাবাদ করছেন বলে জানা গেছে।

রামের পুজো রামের জন্মভূমিতে হবে দাবি স্বামীর

অযোধ্যা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) মসজিদ যে কোনও জায়গায় হতে পারে, কিন্তু রামের পুজো রাম জন্মভূমিতেই হবে। এক শ্রেণী মানুষ রয়েছে যারা মুসলমানদের উস্কে দিচ্ছে। শনিবার এমনই জানিয়েছেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা সুব্রাহ্মনিয়াম স্বামী।

দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে শনিবার সুব্রাহ্মনিয়াম স্বামী জানিয়েছেন, এখন বহু কংগ্রেস নেতার জেলে যাওয়া বাকি রয়েছে। সোনিয়া গান্ধী, শশী থারুর জামিনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সোনিয়া গান্ধীকে আলি বাবা ও ৪০ চোর আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, সবার আগে সোনিয়া গান্ধীকে গ্রেফতার করা উচিত। পাকিস্তান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারতের উচিত বালুচিস্থান, সিন্ধের জন্য মানবাধিকার দফতর খোলা। এমন ধরণের সংস্থা আমেরিকায় আগেই খুলেছিল। খান আবদুল আফজল খানের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে, তা শেষ দেখে ছাড়া উচিত। পাকিস্তানের চারটে টুকরো করতে হবে।

মনমোহন সিংকে বোবা আখ্যা দিয়ে সুব্রাহ্মনিয়াম স্বামী জানিয়েছেন, অশিক্ষিত সোনিয়া গান্ধীর সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকতেন মনমোহন সিং। উল্লেখ করা যেতে পারে দুই দিনের সফরে অযোধ্যা সফরে এসেছেন বিজেপি নেতা সুব্রাহ্মনিয়াম স্বামী। রবিবার তিনি রামলালায় পুজো দেবেন।

সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব গড়তে দারা শিকোহর সংস্কৃতি ও সংস্কারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ : নাকভি

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দারা শিকোহ তাঁর জীবদ্দশায় ওরঙ্গজেবের বর্বরতার শিকার হয়েছিলেন এবং পরে তথাকথিত "ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাসবিদদের অসহিষ্ণুতার" লক্ষ্য ছিলেন দারা শিকোহ। যদি আমাদের প্রজন্মের শিরাগুলিতে দারা শিকোহর সংস্কৃতি ও সংস্কার এবং বাণী ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হতাম তো এমন দানবিক শক্তি যা সমগ্র বিশ্বের জন্য বিপদজনক হয়ে উঠছে, তা কোনও দিনও প্রস্ফুটিত হত না। বুধবার রাজধানী দিল্লিতে দাঁড়িয়ে এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নাকভি।

বুধবার রাজধানী দিল্লিতে কনস্টিটিউশন ক্লাবে একাডেমি ফর নেশনস আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নকভি জানিয়েছেন, কিছু লোক এমন ছিল যারা ইতিহাসের পাতাগুলি থেকে দারা শিকোহের ভাবনা এবং বাণী মুছে ফেলার মতো পাপ করেছিলেন। এদিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহসরকার্যবাহ ডাঃ কৃষ্ণ গোপাল এবং বিপুল সংখ্যক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং সমাজকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

শনিবার এসএফআই ও টিএসইউ রাজধানীতে বিক্ষোভ র‍্যালীর আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

সংসদীয় কমিটিতে রদবদল : অর্থ সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারপার্সন জয়ন্ত সিনহা, রেল-এ রাধা মোহন সিং

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বড়সড় রদবদল হল সপ্তদশ লোকসভার সংসদীয় কমিটিতেঊ অধিকাংশ স্ট্যান্ডিং কমিটির শীর্ষেই বিজেপি সাংসদদের মনোনীত করা হয়েছেঊ তবে, কংগ্রেস, ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি, তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি ও সমাজবাদী পার্টির সাংসদদেরও সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন করা হয়েছেঊ

তোপ আমরা বাঙালীর

● প্রথম পাতার পর

জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর চূড়ান্ত তালিকা সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ন্যূনতম ১৫ লক্ষ বাঙালীর নাম বাদ পড়েছে। সাথে তাদের সন্তানদের নিয়ে সর্বমোট ২৫ লক্ষ বাঙালীর নাম উঠেনি নাগরিকপঞ্জীতে। তিনি আরও বলেন, নাগরিকপঞ্জীতে যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের মধ্যেও এক বিরাট সংখ্যক লোকের নাম ভুল প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, কোথাও পল্লবীর স্থলে পল্লয়ী, অনিশার স্থলে অনিছা লেখা রয়েছে। শুধু তাই নয়, পদবীতেও ভুলেভরা তালিকা প্রকাশিত হয়েছে নাগরিকপঞ্জীতে। তিনি বলেন, যেখানে পদবী দেব হওয়ার ছিল সেখানে দেয় হয়ে রয়েছে।

তিনি আক্ষেপ করে বলেন , এই ভুলে ভরা নাগরিকপঞ্জী সংশোধনের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে, এই নাম বিভ্রাটে আগামীদিনে নাগরিকপঞ্জী থেকে নাম বাদ যাবেই। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, নাগরিকত্ব হুমকির মুখে পড়বে। কারণ, নামের উচ্চারণের ভুলে ট্রাইব্যুনালে অনেকেই বিদেশি হয়েছেন।

তিনি দাবি করেন, এই প্রক্রিয়াটি ষড়যন্ত্রমূলক। তাঁর অভিযোগ, বাঙালীদের বিদেশি বানানোই উদ্দেশ্য ছিল, সরকারের কোন সদিচ্ছা প্রতিফলিত হয়নি।

এদিন তিনি অভিযোগ তুলে বলেন, অসম সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রীর হুমকি দিচ্ছেন নাগরিকপঞ্জীতে নাম না থাকলে অসমের নাগরিক হওয়া যাবে না। তাঁর আরও অভিযোগ, বাঙালীদের হেনস্থা করার ষড়যন্ত্র চলছে। তাই তিনি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই বলে মনে করেন। তিনি এই ইস্যুতে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন।

নিষ্পত্তি ৩৭৮ মামলা

তাতে আদায় হয়েছে ২,২০,১৮,৭৯২ টাকা। হাইকোর্টে একটি মোটর যান দুর্ঘটনা সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। এর থেকে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় হয়েছে।

এদিন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ সকালে হাইকোর্টে লোক আদালতের কাজ দেখেছেন। তিনি বলেন, লোক আদালতের প্রচার সারা ত্রিপুরায় হওয়া খুবই জরুরি। কারণ, অতি অল্প সময়ে আইনি সুযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে লোক আদালতের তুলনা অপরিসীম।

আজ রাজ্যে জাতীয় লোক আদালতে মোটর যান দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ, আপসযোগ্য বিরোধ, এনআই অ্যাক্ট, কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ, ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ, বৈবাহিক বিরোধ, দেওয়ানি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হয়েছিল। লোক আদালতগুলিতে ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ১,৭৯৫টি মামলা, এমএসিটি মামলা ১৮৩টি (হাইকোর্ট-সহ), আপসযোগ্য বিরোধের ১৩৩টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধের ১৪১টি মামলা, এনআই অ্যাক্টের ৪৮টি, কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ও ৪-টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হয়েছিল।

আগরতলা আদালত চত্বরে লোক আদালত উপলক্ষ্যে আসা পক্ষা-পক্ষদের আইনি সচেতন করতে দুটি শিবিরও করা হয়েছে। এই শিবিরগুলি থেকে আদালতে আসা লোকজনদের আইনি সচেতনতামূলক বিভিন্ন বই বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। অনেকে নিজেদের আইনি সমস্যা সম্পর্কে সচেতনও হয়েছেন। শিবির-সহ লোক আদালতের কাজ ঘুরে দেখেছেন রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্যসচিব শুভাশিস শর্মারায়-সহ অন্যান্য বিচারকরা। আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য শুভাশিস শর্মা জানান, লোক আদালতের ভালো সাড়া মিলেছে রাজ্যে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অপরাধ, হাজিপুর সেক্টরে ভারতীয় সেনার গুলিতে নিহত দুই পাক সেনা

শ্রীনগর ও রাওয়ালপিণ্ডি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অপরাধে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের হাজিপুর সেক্টরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হল দু'জন পাকিস্তানি সেনা জওয়ানেরঊ পরে সাদা পতাকা দেখিয়ে ওই দুই সেনা জওয়ানের দেহ সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় পাক সেনাঊ যদিও পাকিস্তানের দাবি, হাজিপুর সেক্টরে দু'জন পাক সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছেঊ শনিবার সকালে ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশন (আইএসপিআর)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হাভেলি জেলার হাজিপুর সেক্টরে বিনা প্ররোচনায় গুলি চালায় ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ ভারতীয় সেনার গুলিতে শহিদ হয়েছেন একজন পাক সেনা জওয়ানঊ

পাক সেনাবাহনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শহিদ সেনা জওয়ানের নাম হল-হাবিলদার নাসির হুসেইনঊ তাঁর বাড়ি পঞ্জাবের নারোওয়ালেঊ বিগত ১৬ বছর ধরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন হাবিলদার নাসির হুসেইনঊ যদিও ভারতীয় সেনাবাহিনী সূত্রের খবর, সেপ্টেম্বরের ১০-১১ তারিখের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের হাজিপুর সেক্টরে ভারতীয় সেনার গুলিতে মৃত্যু হয়েছে গুলাম রসুল-সহ দু'জন পাক সেনারঊ পরে সাদা পতাকা দেখিয়ে ওই দুই সেনা জওয়ানের দেহ সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় পাক সেনা।

বাদ ১৯ লক্ষ

● প্রথম পাতার পর

জানাতে হবে। তিনি আরও জানান, অসমে এর আগে ১০০টি ফরেনার্স ট্রাইবুনাল কর্মক্ষম ছিল। এনআরসি-র পর রাজ্য সরকারের নতুন করে ৪০০টি ফরেনার্স ট্রাইবুনাল স্থাপন করার কথা।

প্রসঙ্গত, প্রকাশিত চূড়ান্ত এনআরসি থেকে মোট ৩,১১,২১,০০৪ জনের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাদ পড়েছেন ১৯,০৬,৬৫৭ জন।

উপনির্বাচন ঃ প্রস্তুতি তুঙ্গে

● প্রথম পাতার পর

মিমি মজুমদার শনিবার ভোট প্রচারে গিয়ে জানান, এলাকার সার্বিক উন্নয়নই হবে তার কাজ। তিনি জনকল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার নিয়েই ভোটে লড়ছেন। জনগণ তাকে বিপুল ভোটে জয়ী করবেন বলে তিনি বিশ্বাসী। জনগণের সেই বিশ্বাসের সঠিক মর্যাদা দিতে তিনি সবসময়ই চেষ্টা করবেন। বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের প্রয়াত বিধায়কের অসমাপ্ত কাজগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করবেন বলেও জানান তিনি। এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কার, সর্বত্র পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা সহ অন্যান্য সমস্যাগুলি সম্পর্কেও ভোট প্রচারে গিয়ে তিনি অবগত হচ্ছেন। বিধানসভায় তিনি এসব বিষয় নিয়ে কথা বলবেন। নির্বাচনে জয় সম্পর্কে তিনি ১০০ শতাংশ আশাবাদী বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বিরোধী দল সিপিএম এবং কংগ্রেস দলের প্রার্থীরাও ভোট প্রচারে শামিল হয়েছেন। ভোটপর্ব অবাদ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে তারা সরকার, প্রশাসন ও নির্বাচন দপ্তরের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

আত্মবিশ্বাসী অর্থমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বিনিয়োগকারীদের তরফে ব্যবস্থা করা হবে। এই হাউজিং ফান্ডে বিনিয়োগ করবে এলআইসি, এনআইআইএফ-ও।

অর্থমন্ত্রী এদিন জানান, দুবাইয়ের মতো শপিং ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হবে দেশ জুড়ে। ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকেই দেশের চারটি বড় শহরে এই ধরনের শপিং ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হবে। মূলত যোগা, বস্ত্র, পর্যটন এবং চামড়া সম্পর্কিত পণ্য ও পরিষেবার ওপর এই ফেস্টিভ্যাল আয়োজিত হবে।

কম কর ফাঁকিতে কোনও ফৌজদারি মামলা নয়, ঘোষণা নির্মলার। করদাতাদের যাতে অযথা হয়রানি না করা হয়, তা নিশ্চিত করার কথা আগেই বলেছিলেন অর্থমন্ত্রী। এমনকী আয়কর নোটিশের ভাষাতেও নজর দিতে বলেছিলেন তিনি। ফের একবার ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করলেন নির্মলা সীতারমণ। তিনি জানান, শুক্রবার থেকেই আয়কর রিটার্নের জন্য নয়া এবং সম্পূর্ণ প্রযুক্তি নির্ভর অ্যাসেসমেন্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিনের ঘোষণায় রফতানি ক্ষেত্রে কেন্দ্রের আরও জোর দেওয়ার উল্লেখ করেন অর্থমন্ত্রী। এই উদ্দেশ্যে নতুন "ট্রদ্রষ্টকঞ্জ বা রেমিশন অফ ডিউটিস অর ট্যাক্সেস অন এক্সপোর্ট প্রোডাক্ট" প্রকল্পের ঘোষণা করেন তিনি। এই প্রকল্পে ব্যবসায়ীদের রফতানিতে উৎসাহ দিতে ৫০,০০০ কোটি টাকা খরচ করবে সরকার। প্রসঙ্গত, গত বছরের তুলনায় আগস্ট মাসে দেশের রফতানির হার ৬.০৫ শতাংশ কমেছে।

জিএসটি-র ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট রিফান্ডের জন্য চলতি মাস শেষেই সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।

অবাধ বাণিজ্য চুক্তি বা এফটিএ বাস্তবায়ন মিশনের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের পণ্য রফতানিতে সাহায্য করবে কেন্দ্রীয় সরকার।

ই-কমার্সের মাধ্যমে হস্তশিল্প সেক্টরের বৃদ্ধি ও রফতানিতে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে বলে জানান নির্মলা।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বলেন, 'পরবর্তী ত্রৈমাসিক রিপোর্টে আর্থিক বৃদ্ধি বাড়বে।'

ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা এনবিএফসি-দের মূলধন জোগানে এগিয়ে এসেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, সরকারি উদ্যোগে বহু এনবিএফসি উপকৃত হয়েছে।

দেশের আর্থিক মন্দার পরিস্থিতি বদলাতে এদিন নয়াদিল্লির সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রের তরফে একাধিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। গোয়ায় জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের একদিন আগেই দেশের সব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। ১৯ সেপ্টেম্বরের এই বৈঠকে অর্থনীতিকে "চাঙ্গা" করতে একাধিক বিষয়ে আলোচনা হবে বলেও জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

সভাপতি সুজিত কুমার ব্যানার্জী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারপতি এস দত্ত পুরকায়স্থ। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন সিভিল জজ, সিনিয়র ডিভিশন মৌ ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ অভয়নগর অনাথ আশ্রমের শিশুদের হাতে বই এবং উপহার তুলে দেন। উল্লেখ্য, অনাথ আশ্রমের শিশুদের এই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। হিন্দুস্থান সমাচার/সন্দীপ

সাধারণ মানুষ

আটের পাতার পর

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েছে দিল্লি, মুম্বই এবং চেন্নাইতে। দিল্লিতে ০.৮ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের দাম এখন ৭১.৯৭ টাকা প্রতি লিটার এবং ০.৯ পয়সা বাড়ার পর ডিজেলের দাম এখন ৬৫.৩৭ টাকাঊ পাশাপাশি মুম্বইয়ে ০.৮ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম এবং ০.১০ পয়সা বেড়েছে ডিজেলের দামঊ মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের নতুন দাম, যথাক্রমে ৭৭.৬৫ টাকা প্রতি লিটার (পেট্রোল) এবং ৬৮.৫৬ টাকা প্রতি লিটার (ডিজেল)ঊ চেন্নাইয়ে ০.৮ পয়সা বৃদ্ধির পর পেট্রোলের দাম এখন ৭৪.৭৮ টাকা এবং ০.১০ পয়সা বৃদ্ধির পর ডিজেলের এখন ৬৯.০৯। দেশজুড়ে পুনরায় জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার রীতিমতো দুঃশ্চিন্তায় রয়েছেন সাধারণ মানুষ।

দুই তক্ষক পাচারকারী

পাচের পাতার পর

নামের এক ধাবায় এসে তক্ষকটি হস্তান্তর করার কথা ছিল দুজনের। ধৃত দুই তক্ষক পাচারকারীর হেফাজত থেকে একটি মটর বাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওসি জানান, তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে দুজনকে উপযুক্ত ধারায় গ্রেফতার করেছেন তাঁরা।

আবাসন প্রকল্পে ১০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ করবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) ।। মাঝারি আয় সম্পন্নদের জন্য আবাসন প্রকল্পে কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্য ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ৫ শতাংশ কমে যাওয়ার পরই অর্থনীতিতে মন্দা ঘনানোর অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। দেশের আর্থিক মন্দার পরিস্থিতি বদলাতে শনিবার নয়া দিল্লিতে একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করে কেন্দ্রের তরফে একাধিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এদিনের একাধিক ঘোষণার মধ্যে আবাসন শিল্পে জোর দিতে ১০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ করবে কেন্দ্রীয় সরকার, এমনটাই ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী।

মাঝারি আয় সম্পন্নদের জন্য আবাসন প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য

এনপিএ নয় এবং এনসিএলটি (জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইবুনাল)-এর অধীনস্থ নেই এমন বকেয়া আবাসন প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে আর্থিক সাহায্য করা হবে। মূলত মাঝারি আয় সম্পন্নদের জন্যই এই আবাসন প্রকল্প। ১০ হাজার কোটি টাকার এই ফান্ডে অধিকাংশ কেন্দ্রীয় সরকার এবং কিছুটা বহিরাগত বিনিয়োগকারীদের তরফে ব্যবস্থা করা হবে। এই হাউজিং ফান্ডে বিনিয়োগ করবে এলআইসি, এনআইআইএফ-ও।

ইসিবি গাইড লাইনে প্রভূত সংস্কার

সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রকল্পে উন্নয়নের জন্য সরকার ইসিবি নির্দেশিকায় বিভিন্ন সংস্কার করবে। লক্ষণীয় যে, গত কয়েক বছরে বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণ (ইসিবি) ভারতীয় সংস্থাগুলির জন্য তহবিল সংগ্রহের এক উপায় হিসাবে উদ্ভূত হচ্ছে। ইসিবি উইন্ডোর অধীনে ভারতীয় সংস্থাগুলি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে বিদেশ থেকে ঋণ সংগ্রহের যোগ্য।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

পড়েছিল। তা কোনও ভাবে কাম্য নয় বলে দাবি ওয়াকিবহাল মহলের।

সড়ক অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

অভিযান। এদিকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুটি ধারালো দা এবং তালা ভাঙার একটি যন্ত্র উদ্ধার করেছে।

ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ সুপার লাকি চৌহান (আইপিএস) জানান, চোরেরা পুরনো কায়দায় মূল ফটকের তালা ভেঙে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করে। তারা কালীমাতার গলা থেকে দুটি সোনার হার, কানের দুল, দু-জোড়া নুপুর, কোমরের বিছা, মঙ্গলসূত্র, নাকের নথ, প্রায় দশ ভরি ওজনের সোনা ও প্রায় চল্লিশ ভরি ওজনের রুপো এবং প্রণামীর নগদ টাকা নিয়ে গেছে।

মানিক দে

● প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, ২০০৩ সালে তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার বিদ্যুৎ আই এনেছিল। সে-মোতাবেক ত্রিপুরাতে বিদ্যুৎ নিগম গঠন করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় আইন মেনেই বিদ্যুৎ ক্ষেত্র পরিচালনা করেছে বামফ্রন্ট সরকার।

তাঁর দাবি, বিদ্যুৎ শুল্ক নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবর্তন হয়। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। কারণ, উৎপাদন এবং পরিবহন খরচ মিলিয়ে ও আনুসঙ্গিক খরচ যুক্ত করেই নির্ধারিত হয় বিদ্যুতের শুল্ক। এ-ক্ষেত্রে ২০১৪ সালের পর ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হয়নি। তাঁর বক্তব্য, বর্তমানে বিদ্যুৎ বিক্রি করে নিগমের প্রচুর লাভ হচ্ছে। কারণ, বহিরাজ্য থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতের শেয়ার পুরোটা প্রয়োজন পড়ে না ত্রিপুরায়। তাই, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ নিগম বিক্রি করে দিচ্ছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ এবং নেপালে বিদ্যুৎ বিক্রি করেও নিগমের মুনাফা হচ্ছে।

মানিক দে বলেন, নয়া ওই বিল মাশুল নির্ধারণে পুরো ক্ষমতা ত্রিপুরা সরকার নিজেদের অধীনে নিয়েছে। তাছাড়া, বিদ্যুৎ উৎপাদক এবং ভোক্তার কাছে বিক্রির ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায় করবে ত্রিপুরা সরকার। তাঁর বক্তব্য, নয়া ওই বিল অনুসারে উৎপাদক সংস্থা যখন নিগমের কাছে বিদ্যুৎ বিক্রি করবে তখন ডিউটি দিতে হবে। তেমনি নিগম যখন ভোক্তাদের কাছে বিদ্যুৎ বিক্রি করবে তখন পুণরায় ডিউটি সংগ্রহ করবে ত্রিপুরা সরকার। তাছাড়া, ফিক্সড চার্জের উপর ডিউটি সংগ্রহ হবে। এ-ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের রাজস্ব বাড়বে ঠিকই, কিন্তু অতিরিক্ত বোঝা সবশেষে ভোক্তার ঘাড়েই চাপবে, দাবি করেন তিনি।

এদিন তিনি আরো বলেন, বিদ্যুৎ নিগমের সাব-স্টেশনগুলি বেসরকারী হাতে পরিচালনার দায়ভার তুলে দিচ্ছে ত্রিপুরা সরকার। এই পদক্ষেপ খুবই ভয়ঙ্কর বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, অতীত অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন রাজ্যের অবস্থায় প্রমাণিত, বেসরকারী সংস্থা ওই দায়িত্ব নিয়ে ল্যাজেগোবরে হয়েছে। মানিক দে কটাক্ষের সুরে বলেন, মুখরোচক এবং চমক সৃষ্টি না করে ত্রিপুরা সরকারের বাস্তব সম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ। তাই, ওই বিল প্রত্যাহার করা হোক, চাইছেন তিনি।

বিজেপি-র

● প্রথম পাতার পর

তলানিতে নিয়ে ঠেকালেও এখন সিপিএম শুধু বিরোধিতার নামে নগ্ন রাজনীতি শুরু করেছে। নবেন্দুবাবু দাবি করেন, সিপিএমের এই কৌশল রাজ্যবাসী প্রত্যাখ্যান করবেন।

সম্প্রতি ত্রিপুরায় চিকিৎসা পরিষেবায় ফি বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। বিরোধী দল সিপিএম-সহ অন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ত্রিপুরা সরকারের সমালোচনায় মাঠে নেমে পড়েছে। সিপিএমের ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলি এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলোতে রোগীদের রেজিস্ট্রেশন ফি বসানো, সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবায় ফি ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে রাজ্যজুড়ে তীব্র গণবিক্ষোভের মুখে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিরোধী দলগুলোর প্রতি বিষোদগার করতে নেমেছেন। গত ১১ সেপ্টেম্বর তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য স্ববিরোধিতায় পূর্ণ বলে দাবি করেছে সিপিএম।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বর্ধিত ফি কার্যকর হয়নি বলে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করলেও তাঁর পাশে বসে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক বলেছেন, সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে পরিষেবা ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যকরের কথা বলা হয়েছে।

সমালোচনাকে আরও এককদম বাড়িয়ে সিপিএমের দাবি, বাম জমানায় ত্রিপুরায় চিকিৎসা পরিষেবা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যে কাজ হয়েছে তা শুধু উত্তর-পূর্বাঞ্চল নয়, দেশের বড় বড় রাজ্যগুলোতেও এমন নজির নেই। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বাম জমানায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কোনও উন্নয়ন হয়নি। সিপিএম বিবৃতিতে আরও বলেছে, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার ৮৪ হাজার পরিবারকে গরিবের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিলেন বলে মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য। সিপিএম স্বাস্থ্য পরিষেবায় ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার জন্য রাজ্য সরকারকে হুমকি দিয়েছে।

সিপিএমের এই বিবৃতিকে ঘিরে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে জবাব দিয়েছেন বিজেপি প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল নিয়ে রাজ্যবাসীকে নতুন করে কিছুই বোঝানোর প্রয়োজন নেই। বামফ্রন্ট সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছিল, তা সকলেই অবগত। তিনি বলেন, মানুষ এখন সিপিএমের ছলচাতুরি বুঝে গেছেন। কারণ, বিরোধিতার নামে তাঁরা ত্রিপুরাবাসীকে শুধু বিভ্রান্তই করছেন। নবেন্দুবাবু কটাক্ষ করে বলেন, ত্রিপুরায় জমি হারিয়েও মানুষকে ভুল বোঝানোর স্বভাব যায়নি সিপিএম নেতৃবৃন্দের।

তিনি বলেন, গরিবের তালিকা থেকে ৮৪ হাজার পরিবার বাদ পড়ার বিষয়টি কাগজেকলমে প্রমাণিত হয়েছে। তা নিয়ে সিপিএমের আওয়াজ ওঠানো সাজে না। তিনি দাবি করেন, ত্রিপুরা সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রের খোলনলচে বদলানোর উদ্যোগ নিয়েছে। অধিকাংশ স্বাস্থ্য পরিষেবায় আগের তুলনায় ফি কমেছে । অথচ নোংরা রাজনীতির স্বার্থে সিপিএমের নেতারা মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন । তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ জানান ।

শনিবার কমলপুরে প্রদেশ কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি-নিজস্ব।

ডিএইচডি-র সঙ্গে স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক সমঝোতাপত্র বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র

হাফলং (অসম), ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডিমা হালাম দাওগা (ডিএইচডি)-র উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ত্রিপাক্ষিক সমঝোতাপত্রের সফল বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উদ্দেশ্যে এক স্মারকপত্র প্রদান করেছেন ভেঙে দেওয়া ডিএইচডি-র প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দিলীপ নুনিসা।

এই খবর দিয়ে হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি নুনিসা বলেন, দীর্ঘ কয়েক দশক ডিমাসা জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে লড়াই চালিয়ে যাবার পর ডিএইচডি-র উভয় গোষ্ঠী অস্ত্র ছেড়ে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে ফিরে এসে ২০১২ সালের ৮ অক্টোবর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁরা। তবে এই সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার সাত বছর পার হওয়ার পরও এর সফল রূপায়ণ হচ্ছে না। এমন-কি সমঝোতাপত্র অনুসারে ডিএইচডি-র সদস্যদের ওপরে বলবৎ সব মামলা প্রত্যাহারের কথা থাকলেও তা এখনও হয়নি। যার দরুন আইনি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের। এর জেরে বিভিন্ন সময় হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে ডিএইচডি-র সদস্যদের, অভিযোগ তুলেন দিলীপ নুনিসা।

ক্ষোভ প্রকাশ করে নুনিসা বলেন, সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সাত বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও সরকারের পক্ষ থেকে ডিএইচডি সদস্যদের পুনর্বাসনের জন্য কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাই অবিলম্বে ডিএইচডি-র উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রের সফল রূপায়ণের দাবি জানিয়ে শুক্রবার জেলাশাসকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র প্রদান করেছেন হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দিলীপ নুনিসা।

ষষ্ঠ বেতন কমিশন ঘোষণা নিয়ে কটাক্ষ বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সরকারি কর্মচারিদের ষষ্ঠ বেতন কমিশন ঘোষণা নিয়ে কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি শুনে অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' সিনেমার কথা মনে পড়ছে। শনিবার সল্টলেকের ইজেডসিসি-তে বিজেপি মহিলা মোর্চা আয়োজিত রাষ্ট্রীয় একতা অভিযান কর্মশালায় বক্তব্য রাখার পর ফিরে যাওয়ার সময় দিলীপ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনে ভানুর যমালয়ে জীবন্ত মানুষ-এর গল্প মনে পড়ে। যমদূতরা যখন ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তখন কেউ বলছেন, স্কুল করে দেব, হাসপাতাল করে দেব। এটা না সেরকম হয়। আশা করব, সরকারি কর্মচারিদের যে ন্যায্য অধিকার আছে তা পাওয়া দরকার, শুধু প্রতিশ্রুতি নয়।" তিনি আরও বলেন, বার বার ধোকা দেওয়া ঠিক নয়। আদালত বলেছে, আগে ডি এ দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী তো বেতনের কথা বলছেন। ডি এ-এর কথা বলছেন না। সরকারি কর্মীদের ন্যায্য দাবি পূরণ করা উচিত। অক্ষমতা ছিল তা স্বীকার করা উচিত।" দিলীপ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তায় মানুষ বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। মানুষ যদি মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্বাস করবেন তবে বিজেপি দু কোটি ৩০ লক্ষ ভোট পেত না। উনি মাত্র ১৭ লক্ষতে এগিয়ে আছেন।

প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, মূল বেতন অর্থাৎ বেসিক, গ্রেড পে এর সর্বমোটকে ২.৫৭ দিয়ে গুণ করার কথা বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যা হিসাব দিয়েছেন, তাতে কারো মূল বেতন ৭ হাজার টাকা হলে নিতুন কাঠামোয় তা এখন হবে ১৭৯৯০ টাকা। গ্রাচুইটি ৬ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই পুজোর আগেই সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে খুশির হওয়া।

ফের শোভন-বৈশাখীর তৃণমূলে ফিরে আসার প্রক্রিয়া শুরু

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : অভিমানে দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ শোভনের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়েছিলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়, অরবিন্দ মেনন।

সূত্রের খবর, ফের তাঁদের তৃণমূলে ফিরে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ১৪ আগস্ট বিজেপিতে যোগ দেন শোভন-বৈশাখী। তার দু-সপ্তাহের মধ্যেই দলে যথাযথ সম্মান পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করতে শুরু করেন। তাঁরা কখনও দিলীপ ঘোষ, কখনও বা জয় বন্দ্যোপাধ্যায় আবার কখনও জয়প্রকাশ মজুমদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। দু'জনের দাবি করেছিলেন, তাঁদের পক্ষ থেকে বার বারই তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে তির্যক মন্তব্য উড়ে আসছে। যা কাম্য নয় বলে একাধিকবার সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন। এরপর ড্যামেজ কন্টোলে নামেন মুকুল রায়। তাঁর বাড়িতে ডেকে বৈশাখী এবং পার্থকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তাতে সাময়িকভাবে কাজ হলেও সম্প্রতি জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের পর নিজেদের ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি। প্রকাশ্যে দল ছাড়ার ইঙ্গিত দেন দু'জনে।

ঘনিষ্ঠ মহলে শোভন-বৈশাখীর অনুযোগ, তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, যে সম্মান তাঁরা তৃণমূলে খুইয়েছেন, তাঁদের সেই সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কেউ কথা রাখেনি।

২০২০ নভেম্বরে বিশ্বকাপ হবে ভারতে, জানিয়ে দিল ফিফা

ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের কাছে এর থেকে ভাল খবর আর কী হতে পারে! ফের বিশ্বকাপের আসর বসছে ভারতে। এর আগে যুব বিশ্বকাপ আয়োজনে লেটার মার্কস নিয়ে পাশ করেছিল ভারত। যুব বিশ্বকাপ আয়োজনের বন্দোবস্ত দেখে ফিফা খুশি হয়েছিল। তাই এবার ২০২০ যুব পর্যায়ের মহিলা বিশ্বকাপও আয়োজন করবে ভারত।আপাতত ভারতের চারটি শহরে অনূর্ধ-১৭ মহিলাদের বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন হবে বলে জানা গিয়েছে। কলকাতা, নভি মুম্বই, গোয়া এবং আহমেদাবাদ-এই চারটি শহরে হবে বিশ্বকাপের ম্যাচ।গত মাসে ভুবনেশ্বরকে স্থানীয় আয়োজক কমিটি বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা ভেনু হিসাবে নির্বাচিত করেছিল। তবে ফিফা এখনও ভুবনেশ্বরে ম্যাচ হওয়ার ব্যাপারে অনুমোদন দেয়নি। ভুবনেশ্বর অনুমোদন পেলে দেশের পাঁচটি শহরে হবে বিশ্বকাপের ম্যাচ। মার্চে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফান্তিনো ২০২০ মহিলাদের যুব বিশ্বকাপ ভারতে হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। এবার তাঁর সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়ে গেল। চলতি সপ্তাহে ফিফার প্রতিনিধি দল ভারতের পাঁচটি শহর পরিদর্শন করে গিয়েছেন। ফিফার প্রতিনিধি দলের তরফে জানানো হয়েছিল পাঁচটি শহর ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি শহর বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজনের ইচ্ছেপ্রকাশ করেছে।টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর রোমা খান্না ও ফিফার টেকনিকাল ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফিলিপ জিমারম্যান মিলে দেশের পাঁচটি শহরে বিশ্বকাপ ম্যাচ আয়োজনের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে দেখেছেন।মহিলাদের যুব বিশ্বকাপে গতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল স্পেন। এবার বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন পর্ব শুরু হচ্ছে এই মাসে। যদিও ভারত আয়োজক দেশ হওয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করার সুবিধা পাবে। ১৫ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থাইল্যান্ডে এএফসি অনূর্ধ-১৭ মহিলাদের চ্যাম্পিয়নশিপ হবে। ওই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে এশীয় পর্যায়ে যোগ্যতা অর্জনের জন্য লড়বে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি।

মাত্র ১০৬ রান! তাও পারল না বাংলাদেশ! এশিয়া কাপ ভারতের

মাত্র ১০৬ রান টার্গেট। তাও করতে পারল না বাংলাদেশ। এশিয়া কাপ ফাইনালে বাংলাদেশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারতের অনূর্ধ ১৯ দল। দিনের শুরুটা একেবারেই যেন ভারতীয় দলের কাছে পয়া ছিল না। প্রথমে ব্যাট করে মাত্র ১০৬ রানে গুটিয়ে যায় ভারতের ইনিংস। এত কম রান পুঁজি করে এশিয়া কাপে ফাইনালের মতো হাইভোল্টেজ ম্যাচ জেতার ব্যাপারে আশাবাদী হতে পারছিলেন না ভারতীয় সমর্থকরা। তবে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং ইউনিট ভরসা জুগিয়ে গেল। এত কম রান নিয়েই লড়াই চালালেন আকাশ সিং, অথর্ব আঙ্কোলেকররা।প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত উইকেট হারাতে থাকে ভারত। দুই ওপেনার সুভেদ পারকার ও অর্জুন আজাদ রান পাননি। একমাত্র ক্যাপ্টেন ধ্রুব জুরেল কিছুটা লড়াই চালালেন। তাঁর ৩৩ রানের ইনিংসের সৌজন্যেই ভারত ১০০ রানের গণ্ডি পেরোয়। শেষের দিকে করণ লাল ৩৭ রানের প্রয়োজনীয় ইনিংস খেললেন। না হলে একশো রানের আগেই গুটিয়ে যেতে পারত ভারতীয় ইনিংস। শ্বাশত রাওয়াত করলেন ১৯ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরাও শুরু থেকে ধুঁকতে থাকেন। আকাশ সিং ও বিদ্যাধর পাতিল মিলে শুরুতেই ধাক্কা দেন বাংলাদেশকে। দিনের শেষে ১২ রান দিয়ে তিন উইকেট পেয়েছেন আকাশ সিং। তবে ম্যাচের মাঝে চোট পেয়ে তাঁকে মাঠ ছাড়তে হয়। তিন উইকেট পেয়েছেন অথর্ব আঙ্কোলেকরও।

প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ভারতের সম্ভাব্য প্রথম একাদশ

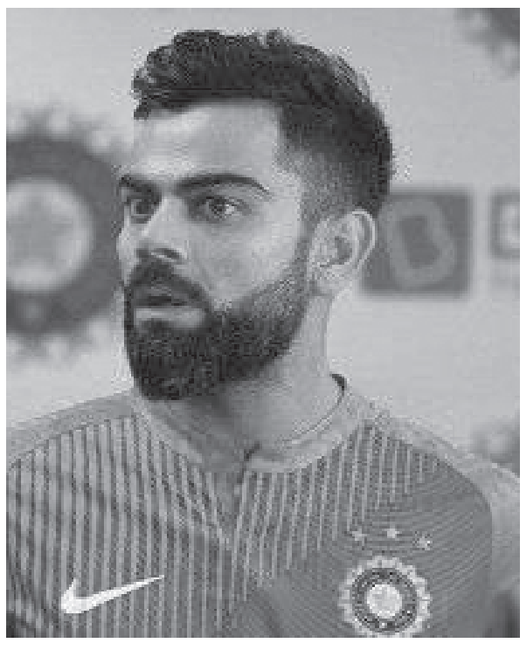

রবিবার ধর্মশালায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে নামছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। ম্যাচ ঘিরে উত্তর ভারতের এই শৈলশহরে উন্মাদনা তুঙ্গে। বিক্রি হয়ে গিয়েছে ম্যাচের প্রায় সব টিকিট। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক রবিবারের ম্যাচে ভারতের সম্ভাব্য প্রথম একাদশ।ওপেনে রোহিত-ধাওয়ান সেই পরিচিত রোহিত শর্মা ও শিখর ধাওয়ানের ওপেনিং জুটিকে আরও একবার স্বমহিমায় দেখা যাবে ধর্মশালায়। ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের প্রথম কয়েকটি ম্যাচে ভারতের সহ অধিনায়কের সঙ্গে গব্বরের জুটি সুপার হিট হয়। এই ম্যাচেও তাঁদের বিধ্বংসী ব্যাটিং দেখার অপেক্ষায় ভারতের ক্রিকেট প্রেমীরা। তিনে অধিনায়ক পরিচিত নীল জার্সিতে, পরিচিত তিন নম্বর স্থানে আবারও ব্যাট করতে দেখা যাবে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে। চার ও পাঁচ ভারতের টেস্ট দল থেকে বাদ পড়া কেএল রাহুলকেই প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ধর্মাশালায় চারে নামামো হতে পারে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তাদেরই মাটিতে সীমিত ওভারের ম্যাচে নজরকাড়া পারফরম্যান্স দেওয়া তরুণ শ্রেয়স আইয়ার ধর্মশালায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচ নম্বরে ব্যাট হাতে বাইশ গজে নামতে পারেন। ছয়-সাতে পাণ্ডিয়া-ঋষভ ধর্মশালায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ছয় নম্বরে ব্যাট হাতে নামতে পারেন তরুণ উইকেটরক্ষক ঋষভ পন্থ। ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের পর বিশ্রাম কাটিয়ে ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা অল রাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়াকে রবিবার ব্যাট হাতে সাত নম্বরে নামতে দেখা যেতে পারে। আট-নয়ে কে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা অল রাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজাকে রবিরারের ম্যাচে আট নম্বরে ব্যাট করতে দেখা যেতে পারে। নয়ে নামতে পারেন ক্রুনাল পাণ্ডিয়া। ১০-এ কে পেসার খলিল আহমেদ থাকতে পারেন দশম স্থানে।একদশে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তাদের মাটিতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করা নভদীপ সাইনিকে এই ম্যাচেও নীল জার্সিতে একদশতম স্থানে দেখা যেতে পারে।রবিবার ধর্মশালায় প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হচ্ছে ভারত। ম্যাচে প্রতিপক্ষ দলের সঙ্গে লড়াই যতটা সূক্ষ্ম হওয়ার সম্ভাবনা, ঠিক ততটাই হাড্ডাহাড্ডি অথচ সুস্থ প্রতিযোগিতায় সামিল হবেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি ও সহ অধিনায়ক রোহিত শর্মা। যা তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে টানাপোড়েনের জল্পনা থেকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হতে চলেছে। বিরাটের সামনে রোহিতকে টপকে যাওয়ার সুযোগ এই মুহূর্তে টি-টোয়েন্টিতে সর্বাধিক রান সংগ্রাহকের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ভারতের জার্সিতে ৮৮টি ইনিংসে ২৪২২ রান করেছেন হিটম্যান। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। নীল জার্সিকে ৬৫টি ২০ ওভারের ইনিংসে ২৩৬৯ রান করেছেন বিরাট। ৫৩ রানের ব্যবধান ধর্মাশালায় মিটিয়ে ফেলতে পারেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক। এই তালিকায় তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে নিউজিল্যান্ডের মার্টিন গাপটিল (২২৮৩), শোয়েব মালিক (২২৬৩)। একশোর লড়াই ভারতের জার্সিতে ৪টি শতরান আছে রোহিত শর্মার। ১৭ অর্ধ শতরানও এসেছে হিটম্যানের ব্যাট থেকে। অন্যদিকে টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে ২০ ওভারের ক্রিকেটে ২১টি অর্ধ শতরান করলেও এখনও তিন অঙ্কের ঘরে পৌঁছতে পারেননি অধিনায়ক বিরাট। ধর্মশালায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শতরান করে বিরাট সেই ব্যবধান কিছুটা কমাতে পারেন কিনা, সে দিকে তাকিয়ে ক্রিকেট বিশ্ব।ঘরের মাঠে ভারতের চ্যালেঞ্জ এর আগে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একবারই মুখোমুখি হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। তবে ২০১৫ সালের ওই সিরিজ ২-০ ব্যবধানে হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। যদিও ম্যাচের নিরিখে এগিয়ে আছেন বিরাট কোহলিরা। ২০০৮ সালের পর থেকে ঘরের মাঠে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ১৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছে ভারত। আটটিতে জিতেছে মেন ইন ব্লু।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দল থেকে বাদ হিমা দাস, বিস্মিত ক্রীড়ামহল

অবাক হলেও সত্যি। ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপে হিমা দাসের নাম-ই গেল না। চারশো মিটার মেয়েদের ও মিক্সড রিলে দলে ছ''জনের নাম পাঠানো হলেও হিমাকে সেই দলে রাখা হয়নি। যদিও ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নাম পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক তালিকায় হিমার নাম বাদ পড়ায় দেশের অ্যাথলেটিক্স মহল বিস্মিত।মজার ঘটনা হল, ৯ সেপ্টেম্বর অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া বা এএফআই হিমাকে অন্তর্ভুক্ত করে সাতজনের নাম পাঠিয়ে ছিল। অথচ কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সেই তালিকায় হিমার নাম বাদ যায়। বাকি ছ''জনের নাম যথারীতি আছে। সেই ছ''জন হলেন- জিসনা ম্যাথুউ, পুভাম্মা, রিবথি বীরামনি, শুভা, ভিকে বিস্ময়া ও রামরাজ। এখন এএফআই চাইলে এই ছ''জনের মধ্যে থেকে একজনকে বাদ দিয়ে হিমার নাম ঢোকাতেই পারে। কিন্তু সাতজনের নাম মানবে না আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স সংস্থা। তাহলে কি ইচ্ছাকৃত হিমার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে?অসমিয়া অ্যাথলিট সম্প্রতি ইউরোপ সফরে ২০০ মিটার দৌড়ে চারটে সোনা পেয়েছিলেন। ৩০০ মিটার দৌড়ে সোনা পান। কিন্তু চারশো মিটারে তেমন সুবিধে করতে পারেননি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের যোগ্যতামানও পেরোননি। পিঠের চোট ছিল গুরুতর। তবে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট আদিল সুমারিবালা হিমা প্রসঙ্গে জানান, ''এই মুহূর্তে হিমা ইউরোপে রয়েছে। তাই কেমন আছে বলতে পারব না। ফিট না হলে দলে থাকবে না।

খোলা মঞ্চ থেকে ভারতকে হুমকি শাহিদ আফ্রিদির, উস্কে দিলেন পাকিস্তানিদের

ফের আসরে শাহিদ আফ্রিদি। কাশ্মীর থেকে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের পর থেকে পাকিস্তানের একের পর এক ক্রিকেটার ভারতের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখে চলেছেন। সেই তালিকায় জাভেদ মিঁয়াদাদ থেকে শুরু করে রয়েছেন শাহিদ আফ্রিদি। প্রত্যেকেই একাধিক মঞ্চ থেকে ভারতকে হুমকি দিয়ে চলেছেন। শাহিদ আফ্রিদি আরও একবার খোলা মঞ্চ থেকে ভারতকে হুমকি দিয়ে গেলেন। এর আগে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীরের মানুষের পাশে থাকার আহ্বান দিয়েচিলেন। আফ্রিদি যেন ইমরানের কথাগুলিই আরও একবার বলে গেলেন। শুক্রবার পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মুজফফরাবাদে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের একত্রিত হওয়ার ডাক দিয়েছিলেন ইমরান। আফ্রিদিও এবার একই কথা বলে গেলেন।কাশ্মীরের মানুষের উপর অত্যাচার হচ্ছে বলে জনমত গঠনের চেষ্টা করে চলেছেন ইমরান। সারা বিশ্বের কাছে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ জানিয়ে চলেছেন। তিনি বোঝাতে চাইছেন যে কাশ্মীরিদের উপর ভারত সরকার প্রবল অত্যাচার করছে। কিন্তু কোনওভাবেই কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারছেন না তিনি ও তাঁর সরকার। যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবার নিজের দেশের মানুষকে ভুল বোঝাতে নেমে পড়েছেন ইমরান খান। আর এক্ষেত্রে ইমরানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন আফ্রিদি। তিনিও খোল মঞ্চ থেকে পাকিস্তানিদের একত্রিত হওয়ার ডাক দিলনে। বললেন, এটা শুধু কাশ্মীরের সমস্যা নয়। কাশ্মীরে মানবিকতা সংকটে। তাই তিনি সমস্ত মুসলিমদের একত্রিত হওয়ার ডাক দিয়েছেন।আফ্রিদি প্রশ্ন তুলেছে, কেন বারবার মুসলিম সম্প্রদারের উপরই এমন অন্যায়-অবিচার করা হচ্ছে! তিনি বলেছেন, সারা বিশ্বে যেখানেই মানুষের উপর অন্যায়-অবিচার হবে পাকিস্তানিরা সোচ্চার হবে, প্রতিবাদ করবে। এর আগেও একাধিকবার কারণে-অকারণে ভারত ও ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন আফ্রিদি। কিছুদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করেছিলেন পাকিস্তানের ক্রিকেট তারকা।

রায়ডুকেই হায়দরাবাদ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বাছা হল

অবসর ভেঙে ক্রিকেটে ফিরে আসা আম্বাতি রায়ডুকেই বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য হায়দরাবাদ দলের অধিনায়ক বাছা হয়েছে। শনিবার হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বা এইচসিএ-র তরফে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের জন্য ভারতের ১৫ জনের দলে তাঁর পরিবর্তে অল রাউন্ডার বিজয়শঙ্করকে রাখায়, হতাশ হয়ে দেশের প্রধান নির্বাচক এমএসকে প্রসাদকে টুইটে আক্রমণ করেছিলেন আম্বাতি রায়ডু। বিশ্বকাপ চলাকালীন ওপেনার শিখর ধাওয়ান ও অল রাউন্ডার বিজয়শঙ্কর চোটের কারণে ছিটকে যাওয়ার পরেও ভারতীয় দলে ডাক না পাওয়ায়, ক্রিকেট থেকেই অবসর নেন রায়ডু। যদিও পরে অবসর ভেঙে ফের ক্রিকেটে ফিরে আসেন এই দক্ষিণি ক্রিকেটার। হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বা এইচসিএ-কে রীতিমতো চিঠি দিয়ে রায়ডু জানান যে তিনি তাদের দলে খেলতে চান। সেই মতো ৩৩ বছরের ডান হাতি ব্যাটসম্যানকে আরও একটি সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এইচসিএ। ২৪ সেপ্টেম্বর বিজয় হাজারে ট্রফিতে কর্নাটকের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করছে হায়দরাবাদ। এরপর গোয়া, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, সৌরাষ্ট্র, মুম্বই ও কেরালার মুখোমুখি হবে রায়ডুর দল। হায়দরাবাদের প্রতিটি ম্যাচই হবে বেঙ্গালুরুতে।

১৫ বছর আগের গ্রুপ ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন ইরফান

১৫ বছর আগের একটি দলগত ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ফলোয়ার্সদের সঙ্গে মজা করলেন ভারতের প্রাক্তন বাঁ-হাতি অল রাউন্ডার ইরফান পাঠান। ছবিতে তাঁর সঙ্গে যাঁদের দেখা যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে থেকে পরিচিতদের খুঁজে বের করতে বললেন ইরফান। তবে প্রাক্তন ভারতীয় তারকা এ বাপারে সঠিক উত্তরই পেয়েছেন বেশি। পোস্টটি ভাইরালও হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছবিটি ভারতের অনূর্ধ ১৯ ক্রিকেট দলের। ২০০৪ সালের বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার আগে দলের খেলোয়াড়রা ওই দলগত ছবিটি তোলেন। সেই ছবিটির একদিকে দাঁড়িয়ে আছেন ১৮ না পেরোনো ইরফান। আর তাঁর সঙ্গে ওই ছবিতে যাঁদের দেখা যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে কয়েক জনকে সিনিয়র ভারতীয় দলেও খেলতে দেখা গেছে। ছবির একদম মাঝখানে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আর কেউ নন, কেকেআরের অধিনায়ক দীনেশ কার্তিক। ওই অনূর্ধ ১৯ ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন তিনি।

ছবিতে তাঁর এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ব্যাটসম্যান আম্বাতি রায়ডু ও স্পিনার পীযূষ চাওলা। পীযূষের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটসম্যান রবিন উথাপ্পা। তাঁর পাশেই সুরেশ রায়নাকে চিনতে কোনও ক্রিকেট প্রেমীরই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ছবিতে দলের তৎকালীন কোচ তথা প্রাক্তন ভারতীয় তারকা রবিন সিং-কেও দেখা যাচ্ছে। এই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছেন ইরফান পাঠান।

অ্যাসেজ ২০১৯: কিংবদন্তি ডন ব্র্যাডম্যানকে টপকে গেলেন স্টিভ স্মিথ

কেরিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি যেন অপ্রতিরোধ্য! নির্বাসন কাটিয়ে এক বছর পর ক্রিকেটে ফিরেছেন। বাইশ গজে প্রত্যাবর্তনে বোলারদের কালঘাম ছুটিয়ে ছাড়ছেন পাল্টে যাওয়া স্টিভ স্মিথ। এবার অস্ট্রেলিয়ার সর্বকালীন কিংবদন্তি ক্রিকেটার ডন ব্র্যাডম্যানকে টপকে গেলেন স্মিথ।ওভালে স্মিথের ইনিংস ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ২৯৫ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে অজি ব্যাটিং ধসের মুখে পড়লে ফের ত্রাতা হন স্মিথ। এবার ৮০ রান করে আউট হলেন। এটাই চলতি অ্যাসেজ সিরিজে স্মিথের ব্যাটে সবচেয়ে কম রান। ব্র্যাডম্যানকে টপকে গেলেন স্মিথ এই ৮০ রানের সুবাদে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টানা দশ ম্যাচে অর্ধশতরান হাঁকালেন স্মিথ। স্মিথের শেষ দশটি অ্যাসেজ ইনিংস ধরলে রানের সংখ্যা এখন ১২৫১ রান।আর অ্যাসেজ সিরিজের ইতিহাসে ডন ব্র্যাডম্যানের সফলতম সেরা দশ ইনিংসে (১৯৩৭-৪৬ সালে) সংগ্রহ ছিল ১২৩৬ রান। এই পরিসংখ্যানেই কিংবদন্তি ব্র্যাডম্যানকে টপকালেন স্মিথ। একনজরে ব্র্যাডম্যানের সেরা দশ অ্যাসেজ ইনিংসে সংগৃহীত রান অ্যাসেজের ইতিহাসে ব্র্যাডম্যানের সেরা দশ ইনিংস এসেছিল ১৯৩৭-৪৬ সালের মধ্যে। দশ ইনিংস রান যথাক্রমে ২১২, ১৬৯, ৫১, ১৪৪, ১৮, ১০২, ১০৩, ১৬, ১৮৭, ২৩৪। দুটি দ্বিশতরান, পাঁচটি শতরান ও একটি অর্ধশতরান হাঁকিয়েছেন ব্র্যাডমান। এক নজরে শেষ দশ অ্যাসেজ ইনিংসে স্মিথের রান চলতি সিরিজে এজবাস্টনে ১৪৪, ১৪২। লর্ডসে ৯২। ম্যাঞ্চেস্টারে ২১১, ৮২। ওভালে ৮০ রান। ওভালে এখনও দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে সুযোগ রয়েছে স্মিথের। সিরিজে মোট সংগ্রহ ৭৫১ রান। এর আগে ২০১৭-১৮ সিরিজে স্মিথের সংগ্রহ ছিল ২৩৯, ৭৬, ১০২, ৮৩। অর্থাৎ দশ ইনিংসে দুটি দ্বিশতরান, তিনটি শতরান ও পাঁচটি অর্ধশতরান হাঁকিয়েছেন স্মিথ। ইনজামের রেকর্ড ভাঙলেন টেস্টে কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি টানা ৯টি অর্ধশতরান হাঁকানোর রেকর্ড ছিল পাকিস্তানের ইনজামাম উল হকের ।ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই রেকর্ড ছিল ইনজির। সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন স্মিথ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে টানা দশটি অর্ধশতরান হাঁকালেন তিনি।

আট নম্বরে নেমে হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে নায়ক উনিশের তরুণ

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে জমজমাট থ্রিলার লড়াই উপহার দিল বাংলদেশ- জিম্বাবোয়ে। ঢাকায় শুক্রবার ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচের ২ বল বাকি থাকতে ৩ উইকেটে ম্যাচ জিতল টাইগাররা। হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ ১৮ ওভারের ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৪৪ রান তোলে জিম্বাবোয়ে।

এই রান তাড়া করতে নেমে শুরুতে ব্যাটিং ধসের মুখে বলে বাংলাদেশ।২৯ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলে টাইগাররা। এরপর ৬০ রানে ৬ উইকেট চলে যায়। সেখান থেকে ৮ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে হাফ সেঞ্চুরি করে বাংলাদেশকে ম্যাচ জেতান তরুণ আফিফ হোসেন আট নম্বরে নেমে হাফ সেঞ্চুরি কেরিয়ারের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি পেলেন উনিশ বছরের বাঁ-হাতি ক্রিকেটার আফিফ। ২৬ বল খেলে আফিফ ৫২ রান করেন। ইনিংস সাজানো ৮টি চার ও ১টি ছয় দিয়ে। স্ট্রাইক সেট ২০০!এই ইনিংসের সুবাদেই জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে হারা ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নেয় বাংলাদেশ। ত্রিদেশীয় সিরিজে বাংলাদেশের পরের ম্যাচ রবিবার ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ত্রিদেশীয় সিরিজের পরের ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এর আগে টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশকে হারিয়েছে আফগানিস্তান।

বেলজিয়ান ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জের ফাইনালে ভারতের ১৮ বছরের শাটলার লক্ষ্য সেন

বেলজিয়ান ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জের ফাইনালে পৌঁছলেন দুর্দান্ত ছন্দে থাকা ১৮ বছরের ভারতীয় শাটলার লক্ষ্য সেন। সেমিফাইনালে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ডেনমার্কের কিম ব্রানকে স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন আলমোরার শাটলার।

২৪ টুর্নামেন্ট জুড়ে স্বপ্নের ফর্মে থাকা লক্ষ্য বেলজিয়ান ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জের সেমিফাইনালের প্রথম গেম ২১-১৮ পয়েন্টে জেতেন। এই গেমে একটা সময় পিছিয়ে পড়েও ফিরে আসেন ভারতীয় শাটলার। দ্বিতীয় গেমের শুরুতে ৬-২ পয়েন্টে এগিয়ে যান ভারতীয় হয়ে এশিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন শাটলার। ওই গেমেই এক সময় ১১-৩ পয়েন্টে এগিয়ে যান ভারতের লক্ষ্য।

শেষে ২১-১১ পয়েন্টে তিনি ওই গেম ও ম্যাচ জেতেন। ফাইনালে বেলজিয়ান ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জের দ্বিতীয় বাছাই ডেনমার্কের ভিক্টর ভেন্ডসেনের মুখোমুখি হবেন আলমোরার লক্ষ্য। দেশের হয়ে সোনা জিততে তিনি বদ্ধপরিকর।

২০২০-র নভেম্বরে ভারতে হবে অনূর্ধ ১৭ মহিলা বিশ্বকাপ

২০১৭-র অনূর্ধ ১৭ পুরুষদের বিশ্বকাপ সফল ভাবে আয়োজনের পর ২০২০ সালে অনূর্ধ ১৭ মহিলাদের ফুটবল বিশ্বকাপও অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভারতে। টুর্নামেন্ট ঘিরে চূড়ান্ত প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন বা এআইএফএফ। কবে হবে এই প্রতিযোগিতা, তা ঘোষণা করল ফিফা। ২০২০-র নভেম্বর ২০২০ সালের ২ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত ভারতে চলবে ফিফা অনূর্ধ ১৭ মহিলাদের বিশ্বকাপ। গত বারের চ্যাম্পিয়ন ২০১৮ সালের ফিফা অনূর্ধ ১৭ মহিলাদের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল স্পেন। উরুগুয়েতে হয়েছিল প্রতিযোগিতা।কোন কোন শহরে খেলা ফিফা জানিয়েছে, ভারতের চারটি শহরে হবে অনূর্ধ ১৭ মহিলা বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি। ওড়িশার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়াম যে এই টুর্নামেন্টের অন্যতম ভেন্যু হতে চলেছে, তা আগেই জানিয়েছে ফিফা। কলকাতা, নবি মুম্বই, গোয়া ও আহমেদাবাদের মধ্যে তিনটি শহরকে অনূর্ধ ১৭ মহিলা বিশ্বকাপের খেলার জন্য বেছে নেওয়া হবে। এর মধ্যে এই চারটি শহরের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা খতিয়ে দেখেছেন ফিফার প্রতিনিধিরা।

Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

রাশিয়ায় পথ দুর্ঘটনায় নিহত ৯

মস্কো, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : যাত্রীবোঝাই বাসের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ। নিহত ৯। পাশাপাশি গুরুতর জখম ২১। শনিবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রাশিয়ার ইয়ারোস্লাভ অঞ্চলে। আহতদের মধ্যে একজন শিশুও রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন আহতদের মধ্যে অনেকেড় অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দেশের জরুরি মন্ত্রকের স্থানীয় বিভাগের তরফ থেকে এই দুর্ঘটনার সত্যাসত্য মেনে নিয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ইয়ারোস্লাভ অঞ্চলের গাভরিলভ-ইয়ামস্কি জেলায় প্যাজ সংস্থার একটি বাসের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সব মিলিয়ে বাসের মধ্যে ৩০জন যাত্রী ছিল। আহতদের মধ্যে এক শিশুও রয়েছে। তার বয়স এখনও জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে ৯টি অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর উপর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবন ও কাজের উপর ভিত্তি করে আয়োজিত প্রদর্শনীর শনিবার উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৬৯তম জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে শনিবার থেকে সেবা সপ্তাহ শুরু করেছে বিজেপি। এই প্রদর্শনীতে নরেন্দ্র মোদীর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর আমলে কার্যকর হওয়া বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের খুঁটিনাটিও এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। দিল্লিতে বিজেপির প্রধান কার্যালয়ে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করার আগে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন অমিত শাহ। এই প্রদর্শনীর নাম রাখা হয়েছে 'মোদী : কাহিনী ভারত মায়ের সত্যিকারের সুপত্র'। ৬০টি বৃহদ হোর্ডিং দিয়ে এই প্রদর্শনী গড়ে তোলা হয়েছে। এই প্রদর্শনী চলবে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী জীবনের উল্লেখজনক দিক যেমন সন্ন্যাসী জীবন ও রাজনৈতিক জীবন গুরুত্ব পেয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের জাতীয় কার্যকারি সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা।

শনিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্যবিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি শুভাশিষ তলাপাত্র ও বিচারপতি অরিন্দম লোধ। ছবি- নিজস্ব।

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মজবুত বলেই এ-দেশের বিচার ব্যবস্থা সুদৃঢ় : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মজবুত বলেই এ-দেশের বিচার ব্যবস্থা সুদৃঢ়। শনিবার আগরতলায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় দেশের সংবিধানের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ বিচার ব্যবস্থা। বিচার ব্যবস্থায় কেউ যেন প্রভাব বিস্তার না করতে পারে ত্রিপুরা সরকার সেই দিশাতে কাজ করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, আমাদের ভারতবর্ষে প্রত্যেকটি মানুষের স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে। তাই ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ।

ত্রিপুরার বিচার ব্যবস্থায় ৩১ শতাংশ মহিলা জুডিশিয়াল অফিসার রয়েছেন জেনে মুখ্যমন্ত্রী সন্তোষ ব্যক্ত করেন। তাঁর কথায়, মহিলাদের সেবামূলক মনোভাবের জন্য আরও বেশি সংখ্যায় বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর মতে, শুধুমাত্র পরিকাঠামোর উন্নয়ন সুষ্ঠ বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে না। কখনো কখনো দৃঢ় আত্মবিশ্বাসও আমাদের মধ্যে সঠিক বিচার ব্যবস্থা দেওয়ার মনোভার গড়ে তুলতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, কোন পদই ছোট নয়। তাই, আইনজীবীদের নিজের সবটুকু দিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, রাজ্যের উন্নয়নে নিচুস্তর থেকে উচ্চ পর্যায়ে প্রত্যেকটি ব্যক্তির ভূমিকাই অপরিসীম। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ এবং সব-কা বিশ্বাস ভাবনাকে পাথেয় করে রাজ্য অগ্রসর হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের রাজ্যের আইনজীবীগণ যোগ্য এবং গুণমানসম্পন্ন। তাই আগামীদিনে রাজ্যের আইনজীবীগণ সুনামের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যে গিয়ে কাজ করে ত্রিপুরার নাম উজ্জল করবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী নর্থ ইষ্ট কাউন্সিল বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরে জানান, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গ রয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির পর্যটন সম্ভাবনাকে বিদেশের মানুষের কাছে আরও বেশী আকর্ষনীয় করে তুলতে ভারত সরকার উদ্যোগী হয়েছে। এছাড়া, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে ২০২২ সালের মধ্যে পুরোপুরি নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে নর্থ ইষ্ট কাউন্সিলের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশ এবং সীমান্ত সুরক্ষিত থাকলেই শিল্প পরিকাঠামোর উন্নয়ন হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি সেই দিশাতে কাজ করছে।

এদিন অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় কারোল দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, ত্রিপুরায় বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থায় আইনি শাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আইনি শাসন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে রাজ্যে বিচার বিভাগ মিশন নিয়ে কাজ করছে। তিনি গর্ববোধ করে বলেন, রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা সঙ্গে যুক্তরা স্বাধীনভাবে সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্যের মানুষকে ন্যায় পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুদায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, গত ১০ মাসে বিভিন্ন জেলা আদালত এবং হাইকোর্টে বেশির ভাগ শূন্যপদ পূরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২১টি জডিশিয়্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে গত ১০ মাসে। নারীদের সাথে সম্পর্কিত পকসো মামলার ব্যবস্থার জন্য আগরতলায় পৃথক একটি কোর্ট গঠন করা হয়েছে। ত্রিপুরার বিচার সংক্রান্ত ইতিহাস বিজরিত চিত্র তুলে ধরার জন্য একটি মিউজিয়াম খোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি সুভাশিষ তলাপাত্র, এডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিক, ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের ছয়ের পাতায় দেখুন

দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন উপহার দিতে চাইছে রাজ্য সরকার : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন জনগণকে উপহার দিতে চাইছে ত্রিপুরা সরকার। কারণ, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলাই লক্ষ্য সরকারের। এই লক্ষ্যেই সরকার কাজ করছে। শনিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে প্রথম প্রেক্ষাগৃহে 'রিভ্যামপিং হায়ার এডুকেশন ইন ত্রিপুরা' শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-কথা বলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, ওই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সমাজের জন্য উপযুক্ত ছাত্রছাত্রী তৈরি করে দেওয়ার দায়িত্ব অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। কারণ শিক্ষকতা আর দশটি পেশার মতো নয়। তাঁরা হলেন সমাজ নির্মাণের কারিগর।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষকতা হচ্ছে মানবকল্যাণের এক মহান ব্রত। আজকের সমাজ নির্ভর করছে তাঁদের ওপর। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে মেধা রয়েছে তা বিকশিত করার দায়িত্ব শিক্ষকদের, বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, উচ্চশিক্ষা দফতরের অধীনে স্টেট প্রজেক্ট ডিরেক্টরেট, রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় স্টেট হায়ার এডুকেশন কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অরুণোদয় সাহা, উচ্চশিক্ষা দফতরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, উচ্চশিক্ষা দফতরের অধিকর্তা সাজ ওয়াহিদ এ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় রাজ্যের সমস্ত ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ, কলেজগুলির ফ্যাকাল্টিগণ অংশ নেন।

কর্মশালার উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী নাথ বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষায় রাজ্যকে একটি ব্যতিক্রমী জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছে। প্রাথমিক শিক্ষায় রাজ্য সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা এখন দেশের কাছে এক উদাহরণ হতে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, এনসিইআরটি কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেছে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যে সাতটি নতুন ডিগ্রি কলেজ হবে পিপিপি মডেলে। এ-জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে ২২টি ডিগ্রি কলেজ রয়েছে। তাতে, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৪,৩৫৭ জন এবং ফ্যাকাল্টি রয়েছেন ৭২৪ জন। তিনি জানান, ত্রিপুরায় কারিগরি কলেজ রয়েছে ৬-টি। এগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩,৬৪০ এবং ফ্যাকাল্টি রয়েছেন ১২২ জন। তেমনি, প্রফেশনাল কলেজ রয়েছে ৫-টি। এতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১,২৪১ এবং ফ্যাকাল্টি রয়েছেন ১১১ জন।

তাঁর বক্তব্য, উচ্চশিক্ষায় রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকার একটি নতুন দিশা দেখাতে চাইছে। অধ্যাপকগণই উচ্চশিক্ষায় সেই দিশাকে বাস্তব রূপ দিতে পারেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের ২২টি ডিগ্রি কলেজের মধ্যে মাত্র ৭/৮টি কলেজ ছিল ন্যাক-এর আওতায়। এই সংখ্যা এখন ২১-এ পৌঁছে গেছে। ন্যাক-এর আওতাধীয় না আসলে ইউজিসি টাকা বরাদ্দ করবে না। জানা যাবে না শিক্ষার মানদণ্ডে কলেজটি কোন অবস্থানে রয়েছে, বলেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যের ডিগ্রি কলেজগুলিকে এনআইআরএফ-এ রেজিস্ট্রেশন করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি কর্মশালার সাফল্য কামনা করে বলেন, রাজ্যে উচ্চশিক্ষার বিকাশে এই কর্মশালা এক অগ্রণী ভূমিকা নেবে।

কর্মশালায় উচ্চশিক্ষা দফতরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা বলেন, আমাদের দেশে জীবনযাত্রার মান ও উচ্চশিক্ষার প্রেক্ষাপটে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আমাদেরও সেই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কর্মসংস্থানের সাথে শিক্ষাকে সমন্বিত করতে না পারলে সেই শিক্ষার কোনও গুরুত্ব থাকবে না।

স্বাস্থ্য পরিষেবা কর, শনিবার খোয়াইয়ে সিপিএম'র বিক্ষোভ মিছিল। ছবি- নিজস্ব।

হিন্দি ভাষাই পারে জাতীয় ঐক্য ধরে রাখতে : হিন্দি দিবসে এক দেশ, এক ভাষার পক্ষে বার্তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দেশের প্রতিটি ভাষারই স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য রয়েছে, কিন্তু হিন্দি ভাষাই ভারতের ঐক্যকে ধরে রাখতে পারে। কারণ, বহু ভাষাভাষির এই দেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ কথা বলেন এই ভাষাতেই। হিন্দি দিবসে এমনটাই দাবি করে কেন্দ্রীয় স্বারষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ টুইটারে লিখেছেন, 'বিশ্বে ভারতের পরিচিতির জন্য একটা নির্দিষ্ট ভাষার খুবই প্রয়োজন। দেশের কোনও ভাষা যদি ভারতের ঐক্য ও সংহতিকে অটুট রাখতে পারে, তবে তা বহুপ্রচলিত হিন্দি ভাষাই।' মাতৃভাষার পাশাপাশি হিন্দি ভাষার ব্যবহার বাড়ানোর উপর জোর দিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ একটি টুইটে লেখেন, 'আজ হিন্দি দিবস। এই দিনে মাতৃভাষার পাশাপাশি হিন্দির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য আমি আপামর দেশবাসীর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ, সেটাই মহাত্মা গান্ধী ও সর্দার বল্লভভাই পটেলের স্বপ্ন ছিল। হিন্দি দিবসের শুভেচ্ছা রইল।'

উল্লেখ্য, গত জুনে দ্বিতীয় নরেন্দ্র মোদী সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া প্রকাশের পরেই আলোড়ন শুরু হয় মূলত দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে। কারণ, ওই খসড়ায় স্কুলে হিন্দি ভাষা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিবাদে সামিল হয় তামিলনাড়ুর সবকটি বিরোধী দলই। হিন্দি দিবসে রাষ্ট্রভাষা হিন্দির ব্যবহার বাড়ানোর উপর এদিন জোর দিয়েছেন বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডাও। এদিনের এক অনুষ্ঠানে নাড্ডা বলেন, 'হিন্দি ভাষাতেই দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ কথা বলেন। এই ভাষাই সবচেয়ে সহজে বোঝা যায়। হিন্দি ভাষাই আমাদের দেশের মানুষকে ঐক্যের বাঁধনে বেঁধে রেখেছে। হয়ে উঠেছে বিশ্বে ভারতের পরিচিতি নির্ধারকও। নিজের জীবনে আরও বেশি করে হিন্দির ব্যবহার করা ও অন্যদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য আমি দেশের আপামর মানুষের আর্জি জানাচ্ছি।'

কংগ্রেস প্রার্থী রতন দাসকে জয়ী করার আহ্বানে র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর ।। বাধারঘাটে বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী রতন দাসকে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে শনিবার বাধারঘাট বিধানসভা এলাকায় র‍্যালি সংগঠিত করেছে কংগ্রেস দল। র‍্যালিতে অংশ নেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক, প্রকাশ দাস সহ অন্যান্য নেতারাও। বাধারঘাট বিদানসভা কেন্দ্র এলাকায় শাসক দলের প্রার্থী মিমি মজুমদারকে টেক্কা দিয়ে ভোট প্রচারে পিছিয়ে নেই কংগ্রেস দলের প্রার্থীও। দলীয় প্রার্থী রতন দাসের সমর্থনে শনিবার বাধারঘাট বিদানসভা এলাকায় র‍্যালি সংগঠিত করা হয়। র‍্যালিটি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। র‍্যালিতে অংশ নিয়ে কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক বলেন, বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে ব্যতিক্রমী নির্বাচন হচ্ছে। এটি হচ্ছে ১৮ মাসের সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের জেহাদ ঘোষণার নির্বাচন। মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছেন। রাজ্য সরকার একের পর এক কর বসিয়ে, স্বাস্থ্য পরিষেবাতে, পানীয় জল, সম্পদকর সবকিছুতেই কর বসিয়েছে। বিধায়ক মন্ত্রীদের ভাতা দ্বিগুণ করা হয়েছে। মন্ত্রীরা এখন ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দামের গাড়ি চড়েন। কর ৩০০ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। গরিব মানুষের অর্থ লুণ্ঠন চলছে। এই লুটতরাজের বিরুদ্ধে বাধারঘাট বিধানসভা এলাকার মানুষ আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর যোগ্য জবাব দেবেন। কংগ্রেসের র‍্যালিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এখন দেখার বিষয় জনগণ কার পক্ষে রায় দেন।

জালাউনে গান্ধী মূর্তি ভাঙা নিয়ে নিন্দায় সরব প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের জালাউনে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির ভাঙায় নিন্দায় সরব কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। মনীষীদের মূর্তি ভাঙা ভীরুদের কাজ। মনীষীদের মূর্তি ভেঙে তাঁদের মহানুভবতাকে কেউ খর্ব করতে পারবে না। শনিবার এমনই জানিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা।

এদিন নিজের ট্যুইটবার্তায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা লিখেছেন, কিছুদিন আগেই বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তি ভেঙেছে উত্তরপ্রদেশের একদল সমাজবিরোধী। এখন জালাউনে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি ভাঙা হল। রাতের অন্ধকারে নিজেদের ব্যর্থতা লুকোতে মনীষীদের মূর্তি ভাঙাছে একদল ভীরুর দল। মনীষীদের মূর্তি ভেঙে তাঁদের মহানুভবতাকে কেউ খর্ব করতে পারবে না। উল্লেখ করা যেতে পারে শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের জালাউনের শ্রী গান্ধী ইন্টার কলেজে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি ভাঙে একদল দুষ্কৃতি। তার জেরে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মূর্তি ভাঙার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অধদেশ সিং জানিয়েছেন, মূর্তিটি মেরামতি করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পুলিশের তরফে কাছে গান্ধী মূর্তিকে সম্মান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

রক্তদান শিবির আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর ।। অ্যাসোসিয়েশন অব সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার্স ত্রিপুরা অ্যাসেটের পক্ষ থেকে শনিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বন ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। অ্যাসোসিয়েশন অব সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার্স ত্রিপুরা অ্যাসেট আয়োজিত রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বন ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, দীর্ঘ ২৫ বছরের বাম শাসনে মানুষ বঞ্চিত অবহেলিত হয়েছে। উন্নয়ন হয়নি। নতুন সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা বহু। দেড় বছর সময়কালে সেইসব প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। প্রত্যাশা পূরণে সরকার কাজ শুরু করেছে।

পেট্রোল ও ডিজেল-এর দাম বেড়েই চলেছে, দুঃশ্চিন্তায় সাধারণ মানুষ

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের দাম বাড়ল পেট্রোল-ডিজেলের। মধ্যরাত থেকেই কার্যকর হল পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত মূল্য। মধ্যরাত থেকে দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে দামি হয়েছে পেট্রোল-ডিজেল। শনিবার কলকাতায় পেট্রোলের দাম বেড়েছে লিটারপ্রতি ০.৮ পয়সা। ডিজেলের দাম বেড়েছে লিটারপ্রতি ০.৯ পয়সা। দাম বাড়ার পর কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম এখন ৭৪.৭০ টাকা। ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৬৭.৭৮ টাকা।

কলকাতার পাশাপাশি মধ্যরাত থেকে ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।